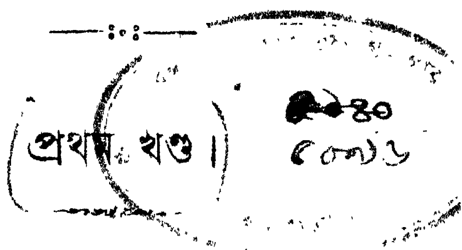
ভৈষজ্য-মণিমালিকা।

অর্থাৎ যাবতীয় পাচন, মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধগুলির মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার সরল পদ্য অনুবাদ।

—:০:—



প্রথম খণ্ড।

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত।

প্রণীত।

বাণী প্রেস

২৮ নং বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী কয়ড়ী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

All rights reserved.

মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র।

উৎসর্গ।

মালদহ—চাঁচোলের মহামান্য রাজা

শ্রীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী

বাহাদুরের করকমলে

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

ভক্ত্যুপহার প্রদত্ত হইল।

বিজ্ঞাপন।

কবিরাজি ঔষধগুলির মধ্যে পাচন, মুষ্টিযোগ এবং টোট্‌কা ঔষধগুলিই যে সমধিক ফলপ্রদ সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেক সময় বড় বড় ঔষধে যে কাজ না হয়, পাচন, মুষ্টিযোগ এবং সামান্য টোট্‌কা দ্বারা সে কাজ অতি সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সাধারণতঃ পাচন, মুষ্টিযোগ এবং টোট্‌কা ঔষধগুলির প্রচলন যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় লোকে স্বাস্থ্যবান এবং দীর্ঘজীবি হইত। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

সর্ব্বৌষধেষু পাচন মৃষিভিঃ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
যতো ব্যাধি প্রপীড়িতং স্বস্থং করোতি সত্বরম্ ॥

অর্থাৎ রোগীগণ পাচন সেবন করিলে যেমন সত্বর স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে, অন্যান্য ঔষধে তত শীঘ্র ফলপ্রাপ্ত হয় না।

সেই জন্য পাচন, মুষ্টিযোগ এবং টোট্‌কা ঔষধের সমধিক প্রচলন উদ্দেশে মূল শ্লোক এবং তন্নিম্নে ছড়া পদ্য অনুবাদসহ এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম। এজন্য ছড়াগুলি আমার ক্ষমতানুসারে সহজ ও সুললিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। যাহাতে স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত একবার পড়িলেই মনে রাখিতে পারেন। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না।

পুস্তকখানি আয়তনে বড় হইবে, সেই জন্য একত্র সমস্ত প্রকাশ না করিয়া খণ্ডাকারে প্রকাশের বন্দোবস্ত করিলাম। আপাততঃ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ২য় ও ৩য় খণ্ড

ছাপা হইতেছে। আশা করি, ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই বাহির করিতে পারিব।

পরিশেষে বক্তব্য, যদি এই পুস্তকখানি প্রকাশের জন্য সাধারণের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

রাণাঘাট।
১২ই ভাদ্র, ১৩২১।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত।

সূচীপত্র।

—*—

জ্বরাধিকার—১ হইতে ৩২ পৃষ্ঠা।

জ্বর—সূচীপত্র। [জ্বরাধিকার

জ্বরাতিসার—৩২ হইতে ৩৮ পৃষ্ঠা।

অতিসারাধিকার—৩৯ হইতে ৪৪ পৃষ্ঠা।

অথ প্রবাহিকায়াম—৪৫ হইতে ৪৭ পৃষ্ঠা।

অর্শ রোগাধিকার—৪৭ হইতে ৫৩ পৃষ্ঠা।

জ্বর—সূচীপত্র।

অগ্নিমান্দ্যাদি চিকিৎসা—৫৪ হইতে ৫৬ পৃষ্ঠা।

বিসূচিকা চিকিৎসা—৫৬ হইতে ৫৭ পৃঃ।

ক্রিমি চিকিৎসা—৫৮ হইতে ৬২ পৃঃ।

প্লীহ-যকৃদাধিকারঃ—৬৩ হইতে ৬৭ পৃঃ।

পাণ্ডু-কামলা চিকিৎসা—৬৮ হইতে ৭১ পৃঃ।

উদর চিকিৎসা—৭১ হইতে ৭৩ পৃঃ।

রক্তপিত্তাধিকার ৭৪ হইতে ৭৮ পৃঃ।

যক্ষ্মা চিকিৎসা ৭৯ হইতে ৮২ পৃঃ।

কাস চিকিৎসা ৮৩ হইতে ৯০ পৃঃ।

জ্বের—সূচীপত্র।

হিক্কাশ্বাসাধিকারঃ ৯১ হইতে ৯৯ পৃঃ।

স্বরভেদ চিকিৎসা ১০০ হইতে ১০১ পৃঃ।

অরোচকাধিকার ১০১ হইতে ১০৪ পৃ।

অথ চ্ছর্দ্দি চিকিৎসা ১০৪ হইতে ১০৯ পৃঃ।

তৃষ্ণা চিকিৎসা ১০৯ হইতে ১১০ পৃঃ।

অথ মূর্চ্ছাধিকারঃ ১১১ হইতে ১১৮ পৃঃ।

অপস্মার চিকিৎসা ১১৮ হইতে ১২০ পৃঃ।

প্রথম খণ্ডের সূচী সমাপ্ত।

ভৈষজ্য-মণিমালিকা।

প্রথম খণ্ড।

জ্বরাধিকার।

অথ বাতিকজ্বরে—কিরাতাদিঃ।

কিরাতাব্দ মৃতোদীচ্য বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরৈঃ।
সস্থিরা কলসী বিশ্বৈঃ ক্বাথো বাতজ্বরাপহঃ॥ ১

(অনুবাদ)

বৃহতী, গুলঞ্চ, বালা, চিরাতা,
কণ্টকারি, গোক্ষুর, শালপানি, মুতা,
চাকুলে, শুঁঠ তাতে মিশাও,
উনিশ কুচ প্রত্যেকটি নাও;
সিদ্ধ কর আধসের জলে,
নামিয়ে নাও আধ পোয়া র'লে
এর নাম "কিরাতাদি।"
বাতিক জ্বরের মহৌষধি॥ ১

অথ পিত্তজ্বরে—যব পটোলম্।

পটোল যবনিঃক্বাথো মধুনামধুরী কৃতঃ।
তীব্র পিত্তজ্বরামর্দ্দী পানাতৃড় দাহনাশনঃ॥

(অনুবাদ)

পল্‌তা আর যব এক তোলা ক'রে,
সিদ্ধ কর জল আধ সেরে।
আধ পোয়া থাকৃতে নামিয়ে নাও,
আধ্ তোলা তা'য় মধু মিশাও।
"যব পটোল "নামটি এর।
পিত্তজ্বরে প্রয়োগ ঢের॥ ২

পর্প টকাদিঃ।

একঃ পর্প টকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বর বিনাশনঃ।
কিং পুনর্যদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্য নাগরৈঃ॥

(অনুবাদ)

দু'তোলা ক্ষেৎপাঁপড়া কুটে নিয়ে,
আধ সের জলে চড়িয়ে দিয়ে,
নামিয়ে নাও আধ পোয়া থাক্‌তে,
পিত্তজ্বরে দাও পান করতে।
"পর্প টকাদি" এর নাম,
শিগ গির এতে হয় জ্বরের বিরাম॥

অথবা—

ক্ষেৎপাঁপড়া, রক্তচন্দন, শুঁঠ, বালা,
প্রত্যেকটি নাও আধ্ আধ্ তোলা।
আধসের জলে চড়িয়ে দাও,
আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে নাও।
এরও নাম "পর্পটকাদি।"
পিত্তজ্বরের এটিও ঔষধি ॥ ৩

ধান্যশর্করা।

ব্যুষিতং ধন্যাকজলং প্রাতঃপীতং সশর্করং পুংসাম।
অন্তর্দ্দাহং শময়ত্য চিরাদ্দূর প্ররূঢ়মপি ॥ ৪

(অনুবাদ)

দু' তোলা ধনে কুটে নিয়ে
আট তোলা জলে রাত্রে ভিজিয়ে
তার পর দিন চিনি দু' তোলা,
মিশিয়ে খেলে যায় গায়ের জ্বালা॥ ৪

অথ কফজ্বরে—নিম্বাদিঃ।

নিম্ব বিশ্বামৃতাদারু শঠী ভূনিম্ব পৌষ্করম।
পিপ্পল্যৌ বৃহতী চেতি কাথোহন্তিকফজ্বরম ॥ ৫

(অনুবাদ)

শুঁঠ, গুলঞ্চ, নিমের ছাল,
শঠী, দেবদারু, পিঁপুল ঝাল,
চিরাতা, গজপিঁপুল, কণ্টকারি,
কুড় তা'র সঙ্গে এক করি,
ঊনিশ কুঁচ এক একটি নাও,
আধ সের জলে জ্বাল দাও;
আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে নিয়ে,
দু'বারে খাও চুমুক দিয়ে।
"নিম্বাদি" পাচন এরে কয়,
কফজ্বর এতে নষ্ট হয়॥ ৫

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচি নিম্ব ধন্যাকং পদ্মকং রক্তচন্দনম্।
এষ সর্ব্বান্ জরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচক চ্ছর্দ্দি পিপাসা দাহনাশনঃ॥ ৬

(অনুবাদ)

গুলঞ্চ, নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ, ধনে,
রক্তচন্দন নাও আটত্রিশ কুঁচ পরিমাণে।
আধ সের জল, শেষ আধ পোয়া,
দু'বারে খাও চুমুক দিয়া।

সব রকম জ্বর—বিশেষ দাহ থাক্‌লে
শিগ্‌গির যাবে আয়ুর্ব্বেদ বলে।
অরুচি, বমি ইথে যায়,
"গুরুচ্যাদি" নাম অগ্নি হয়॥ ৬

বৃহদ্ গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচী চন্দনং পদ্ম নাগরেন্দ্রযবাসকম্।
অভয়ারগ্বধোদীচ্য পাঠাধান্যাব্দ রোহিণী।
কষায়ংপায়য়েদেতং পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্।
কাসশ্বাস জ্বরানহন্তি পিপাসা দাহ নাশনঃ।
বিন্মূত্রা নিল বিষ্টম্ভে ত্রিদোষ প্রভবেহপিচ॥ ৭

(অনুবাদ)

শুঁঠ, গুলঞ্চ, সোঁদাল, বালা,
দুরালভা, আকনাদি হত্তুকীর খোলা,
ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন,
মুথা, কটকি—দাও গে ওজন,
চৌদ্দ কুঁচ তের ধান;
তৃষ্ণা, দাহ ইথে যান।
আধ সের জলে চ'ড়ায়ে দিও,
আধ পোয়া থাক্‌তে নামিয়ে নিও।
পিঁপুল চূর্ণ চার আনা দিলে,
সন্নিপাতেও উপকার মিলে।

"বৃহদ্ গুড়ূচ্যাদি" এরে কয়।
শ্বাস-কাসও নষ্ট হয়॥ ৭

ঘন চন্দনাদিঃ।

ঘন চন্দন পর্পটকং কটুকং মৃণালপটোল দলং জলম্।
শৃত শীতসিতাযুতং পিত্তহরং জ্বরচ্ছর্দ্দি তৃষারুচি দাহহরম্॥ ৮

(অনুবাদ)

রক্তচন্দন, ক্ষেৎপাঁপড়া, কট্‌কি, মুথা
বেণার মূল, বালা আর পলতা,
গাতাশ কুচ এক একটি নিয়ে,
আধ সের জলে চড়িয়ে দিয়ে,
আধ পোয়া থাকতে একটু চিনি মিশাও,
তৃষ্ণা, বমি যখন, তখন খাও।
পিত্তজ্বর এতে যাবে,
"ঘন চন্দনাদি" নাম জান্‌বে॥ ৮

মুস্তাদিঃ।

মুস্ত পর্পটকোৎপল কিরাতোশীর চন্দনাৎ কর্ষঃ।
শর্করয়াচ ক্রিয়তে বাতপিত্তজ্বরে বহুধা দৃষ্টফলঃ॥ ৯

(অনুবাদ)

শ্বেতপাঁপড়া, নিলোৎপল, বেণারমূল, মুথা,
রক্তচন্দন আর তা'তে নেবে চিরাতা।
বত্রিশ কুঁচ এক একটি করিবে ওজন,
আধ সের জলে, নামা'বে আধ পোয়া যথন।
আধ তোলা চিনি এতে মিশিয়ে খেলে,
পিত্তজ্বর নিশ্চয় যায়—"মুস্তাদি" বলে॥ ৯

অমৃতাষ্টকঃ।

গুড়ূচীন্দ্র যবারিষ্ট পটোলং কটুরোহিণী।
নাগরং চন্দনং মুস্তং পিপ্পলীচূর্ণ সংযুতম॥
অমৃতাষ্টক ইত্যেষ পিত্ত শ্লেষ্ম জ্বরাপহঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসা দাহনাশনঃ॥ ১০

(অনুবাদ)

কটকি, ইন্দ্রযব, পটোল পাতা,
গুলঞ্চ, নিমছাল, শুঁঠ, মুতা,
আর রক্তচন্দন তাতে দাও,
প্রত্যেকটি চার আনা নাও।
সিদ্ধ কর আধ সের জলে,
আধ পোয়া থাকতে নামাও ঢেলে।
আধ তোলা পিঁপুল চুর্ণ তায় মিশিয়ে,
দু'বারে খাও চুমুক দিয়ে।

পিত্ত শ্লেষ্মজ্বরের এটি পাচন।
"অমৃতাষ্টক" এর নাম করণ॥
তৃষ্ণা, দাহ নষ্ট করে।
অরুচি, বমি সদ্যঃ হরে॥ ১০

কণ্টকার্য্যাদিঃ।

কণ্টকার্যমৃতাভার্গী-নাগরেন্দ্র যবাসকম্।
ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী॥
কষায়ং পায়য়েদেতৎ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।
দাহ তৃষ্ণা রুচিচ্ছর্দ্দি-কাসহৃৎ পার্শ্ব শূলহৃৎ॥ ১১

(অনুবাদ)

কণ্টকারি, গুলঞ্চ, শুঁঠ, চিরাতা,
বামনহাটি, ইন্দ্রযব, দুরালভা, মুতা,
পটোল পত্র, কট্‌কি আর নেবে রক্তচন্দন,
সতের ধান দুই কুঁচ করিবে ওজন।
আধ সের জল আর আধ পোয়া শেষ;
পিত্ত শ্লেষ্ম জ্বর যায় জানিবে বিশেষ।
দাহ, তৃষ্ণা, বমি, কাশ, হৃদয়ে বেদনা,
"কণ্টকার্য্যাদি" কাশে নষ্ট কহে মুনিজনা॥ ১১

পঞ্চকোলম্ ।

পিপ্পলী পিপ্পলী মূলং চব্যচিত্রক নাগরম্ ।
দীপনীয়ঃ শৃতোবর্গঃ কফানিল গদাপহঃ ॥ ১২

(অনুবাদ

পিঁপুল, পিঁপুল মুল, শুঁঠ, চিতা, চই,
সারে ছ' আনা পরিমাণে এক একটি লই,
আধ সের জলে জ্বাল দিয়ে আধ পোয়া রাখ,
দু' বারেতে খেয়ে নাও—আগে কিন্তু ছাঁক।
"পঞ্চকোল" নাম এর অগ্নি বৃদ্ধি করে।
সর্ব্ববিধ কাস যায়—বাত শ্লেষ্ম হরে ॥ ১২

আরগ্বধাদিঃ—১ নং ।

আরগ্বধ গ্রন্থিকমুস্ততিক্ত, হরিতকীভিঃ ক্বথিতঃ
কষায়ঃ ।
সামে সশূলে কফ বাতযুক্তে, জ্বরেহিতো দীপন
পাচনশ্চ ॥ ১৩

(অনুবাদ)

সোঁদাল ফলের শাঁস, মুতা, হরিতকী
পিঁপুলের মুল আর লইবে কটকি।
সারে ছ' আনা পরিমাণে এক একটি ওজন।
আধ সের জলে রাখ আধ পোয়া যখন॥

বাত শ্লেষ্ম জ্বর নষ্ট এই কাথে হয়।
"আরগ্বধাদি" নাম এরে আয়ুর্ব্বেদ কয়॥ ১৩

আরগ্বধাদিঃ—২ নং।

আরগ্বধ ফলং মুস্তং যষ্টীমধুক মেবচ।
উশীরমভয়াচৈব হরিদ্রা দারু সান্বয়া॥
পটোলং পিচু মর্দ্দশ্চ গুড়ূচী কটুরোহিণী।
এষাং পীতঃ কষায়ঃ স্যাদ্বাত পিত্তভবেজ্বরে॥ ১৪

(অনুবাদ)

সোঁদাল ফলের আটা, মুতা, হরিতকী,
যষ্টীমধু, বেণার মূল, হরিদ্রা, কট্‌কি,
দারুহরিদ্রা, নিমছাল, পটোলের পাতা,
গাঁট বাদ দিযে আর নাও গুলঞ্চের লতা।
সতের কুঁচ দুই ধান এক একটি ওজন।
আধ সের জলে রাখ, আধ পোয়া যখন॥
বাতপিত্ত জ্বরের উপদ্রব শীঘ্র নষ্ট হয়।
"আরগ্বধাদি" নাম এর আয়ুর্ব্বেদ কয়॥ ১৪

ক্ষুদ্রাদি।

ক্ষুদ্রামৃতানাগর পুষ্করাহ্বয়ৈঃ কৃতঃ কষায়ঃ
কফমারুতোদ্ভবে।
সশ্বাস কাসারুচি পার্শ্বরুগ জ্বরে ত্রিদোষ
প্রভবে হপি শস্যতে। ১৫

(অনুবাদ)

গুলঞ্চ, শুঁঠ, কুড়, কণ্টকারি,
এক একটি নাও আধ আধ ভরি।
শেষ আধ পোয়া, আধ সের জল,
বাত শ্লেষ্ম জ্বরে বড় ফল।
"ক্ষুদ্রাদি" এর নামটি কয়।
পার্শ্ব বেদনা দূর হয়॥ ১৫

দশমূলম্।

বিল্ব শ্যোণাক গাম্ভারী-পাটলা গণিকারিকা
দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূল মিদংমহৎ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্।
বাতপিত্তাপহং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্॥
উভয়ং দশমূলংহি সন্নিপাত জ্বরাপহম্।
কাসে শ্বাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে।
পিপ্পলী চূর্ণ সংযুক্তং কণ্ঠ হৃদ্ গ্রহনাশনম্॥ ১৬

(অনুবাদ)

বেল, সোনা, গাম্ভারী,
পারুল ছাল আর গণিয়ারি,
শালপানি, বৃহতী, চাকুলে,
কণ্টকারী গোক্ষুরের মূল তুলে,
উনিশ রতি আর একটি ধান,
কর সবার পরিমাণ ।
আধ সের জল, আধ পোয়া শেষ,
সন্নিপাত জ্বর হয় এতে বিশেষ ।
শ্বাস, কাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল,
সব যায় এতে নাম "দশমূল ।"
এর সঙ্গে আধ তোলা পিঁপুল চূর্ণ দিলে ;
বাত শ্লেষ্ম জ্বরে বড় ফল মিলে ॥ ১৬

চতুর্দ্দশাঙ্গ পাচনম্ ।

চিরজ্বরে বাতকফোল্বণে বা ত্রিদোষজে বা দশমূল মিশ্রঃ ।
কিরাত তিক্তাদিগণঃ প্রয়োজ্য শুদ্ধার্থনে বা ত্রিবৃতা বিমিশ্রঃ ॥ ১৭

(অনুবাদ)

দশমূলের সবগুলি আর চিরাতা,
শুঁঠ, গুলঞ্চ আর মুতা,

তের কুঁচ আর ধান তিনটি,
ওজন ক'রবে এক একটি।
আধসের জল আর শেষ আধ পোয়া ;
দু'বারে খাবে অর্দ্ধেক নিয়া।
বাতশ্লেষ্ম আর সন্নিপাত,
এতে জেন হয় নিপাত।
চিরজ্বরেও উপকারী।
"চতুর্দ্দশাঙ্গ" নামটি এরি॥
দাস্তকরান যদি মত কর।
চার আনা দিও তেউড়ীর গুঁড়॥ ১৭

ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গঃ।

ভূনিম্বদারুদশমূল মহৌষধাব্দ-
তিক্তেন্দ্র বীজ ধনিকেভকণা কষায়ঃ।
তন্দ্রা প্রলাপকসনারুচি দাহ মোহ-
শ্বাসাদি যুক্ত মখিলং জ্বরমাশুহন্তি॥ ১৮

(অনুবাদ)

চিরাতা, দেবদারু, দশমূল,
ধনে, ইন্দ্রযব, গজপিঁপুল,
শুঁঠ, মুতা আর কটকি নিয়ে,
দশ রতি আড়াই ধান ওজন দিয়ে,

আধসের জলে আলে চড়াও,
আধপোয়া থাকৃতে নামিয়ে নাও।
সব রকম জ্বর এতে নাশ।
"ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গ" নামে এটি প্রকাশ॥
তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস আর দাহ,
অরুচি, শ্বাস, ঘোচে মোহ॥ ১৮

বৃহৎ কটকলাদিঃ।

কট্‌ফলাব্দ বচা পাঠা-পুষ্করাজাজি পর্পটৈঃ।
শৃঙ্গীকলিঙ্গধন্যাকং শঠী ভৃঙ্গ কণাহ্বয়ম্॥
তিক্তাভয়াম্বু কৈরাতং ভার্গী রাম ঠকো বলা।
দশমূলী কণা মূল্য নিঃক্কাথ্য কাথ মুত্তমন্।
হিঙ্গার্দ্রকরসোপেতং সন্নিপাত বিনাশনম্।
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং গলাময়ান্॥
কর্ণমূলোদ্ভবং শোথং হন্ত্যাদ্ধস্থ মুখোময়ান।
কফ বাত জ্বরং কাসং তথাহন্তি শিরোগদান্।
শিরোগুরুত্বং বাধির্য্যং নিহন্তি কফ
বাতিকম্॥ ১৯

(অনুবাদ)

আকনাদি, কটফল, মুতা, বেড়েলা,
কৃষ্ণজীরা, ক্ষেৎপাঁপড়া, হরিতকী, বালা,

শঠী, ভৃঙ্গরাজ, ধনে, চিরাতা, পিঁপুল,
কুড়, কটকি, কাঁকড়া শৃঙ্গী, হিং, দশমূল ;
ইন্দ্রযব, পিঁপুলমূল, বচ, বামনহাটি ;
দু'রতি এক ধান এক একটি।
আধ সের জল, শেষ আধপোয়া রাখ ;
ঠাণ্ডা হ'লে সবটুকু ভাল ক'রে ছাঁক।
একটু হিং আর আদার রস মিশিয়ে তাহাতে,
দু'বার ক'রে পান করাও প্রবল সন্নিপাতে।
গলগণ্ড, গণ্ডমালা স্বরভঙ্গ রোগ ;
কর্ণমূলের শোথ যায়— এমন ধারা যোগ।
গল রোগ, মুখরোগ, হনুরোগ যায় ;
বাত শ্লেষ্ম জ্বর আর কাস সমুদায়।
শিরোরোগ, মাথাভার বাতশ্লৈষ্মিক কালা,
সব যায় এই ক্বাথে—আয়ুর্ব্বেদের বলা।
"বৃহৎ কটকলাদি" নাম এর উৎকৃষ্ট পাচন।
সর্ব্বদা ব্যবহার করে ইহা বিজ্ঞগণ॥ ১৯

কারব্যাদিঃ।

কারবীপুষ্করৈরণ্ড—ত্রায়ন্তীনাগরামৃতাঃ।
দশমূলী শঠী শৃঙ্গী—যাসভার্গী পুনর্ণবাঃ॥

তুল্যা মুত্রেণ নিঃকাথ্য পীতাঃ

স্রোতাবিশোধনাঃ।

অভিন্যাস জ্বরং ঘোরমাশুঘ্নন্তি সমুদ্ধতম্॥ ১০

(অনুবাদ)

কৃষ্ণজীরা, কুড়, শুঁঠ, ভেরেণ্ডার মূল,
কাঁকুড়াশৃঙ্গী, বামনহাটি, শঠী, দশমূল;
দুরালভা, বলাডুমুর, গুলঞ্চ, পুনর্ণবা,
সারে ন' কুঁচ ওজন করি এক একটি নিবা।
সিদ্ধ কর আগুণেতে আধ সের চোণা দিয়ে,
আধ পোয়া আছে দেখবে যখন—তখন
নামিয়ে নিয়ে,
স্রোতোশুদ্ধি ঘোরতর অভিন্যাস জ্বরে,
নিয়ম ক'রে খাওয়াইলে শীঘ্র দোষ হরে।
"কারব্যাদি" নামে ইহা আছয়ে বিদিত,
তাঁহারে প্রণমি আমি যাঁর আবিষ্কৃত। ২০

নিদিগ্ধিকাদি—১ নং।

নিদিগ্ধিকা নাগরকামৃতানাং ক্কাথং পিবেন্মিশ্রিত

পিপ্পলীকম্।

জীর্ণজ্বরারোচক কাসশূল-শ্বাসাগ্নিমান্দ্যার্দ্দিত

পীনসেষু॥

হন্ত্যর্দ্ধগাময়ং প্রায়ঃ সায়ন্তে নোপযুজ্যতে।
এতদ্রাত্রিজ্বরে সায়মন্যথা প্রাতরিষ্যতে।
পিত্তাবন্ধে সন্ত্যজ্য পিপ্পলীং প্রক্ষিপেন্মধু॥ ২১

(অনুবাদ)

শুঁঠ, গুলঞ্চ, কণ্টকারি,
এক একটি চৌষট্টি কুঁচে ওজন করি,
আধ সের জলে জ্বালে চাপিয়ে,
আধপোয়া থাক্‌তে ছেঁকে নিয়ে,
পিঁপুলের গুড় সিকি ভরি,
তা'তে মিশিয়ে এক করি'
জীর্ণজ্বরে খেতে দাও,
দেখবে কত ফল পাও।
অরুচি, অর্দ্দিত, শূল, শ্বাস,
অগ্নিমান্দ্য, নানারোগ, যাবে কাস
নষ্ট হয় এতে ঊর্দ্ধগত রোগ,
সন্ধ্যাকালে খাও ইহা চক্রদত্তের যোগ
প্রাচীন বৈদ্যের মত রাত্রি জ্বরে,
সন্ধ্যায় খেও যত্ন ক'রে।
কিন্তু অন্যক্ষেত্রে সকাল বেলা
খেও এ ক্বাথ ক'রনা হেলা।
পিত্ত প্রধান যদি থাকে,
মধু মিশাবে পিঁপুল রেখে।

"নিদিগ্ধিকাদি" নাম এর।
এর গুণে জেন ঢের॥ ২১

নিদিগ্ধিকাদিঃ—২ নং।

নিদিগ্ধিকাগণঃ পথ্যা তথা রোহিতকোমতঃ।
ক্কাথং কৃত্বা ক্ষিপেত্তত্র যবক্ষারং কণাযুতম্।
এতস্য পানমাত্রেণ প্লীহজ্বর বিশাশনম্॥ ২২

(অনুবাদ)

শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, গোক্ষুরী,
হরিতকী, রোড়াছাল আর কণ্টকারি,
সাতাশ কুঁচ এক ধান এক একটি নাও,
আধ সের জলে চাপিয়ে দিয়ে মৃদু জ্বাল দাও।
আধপোয়া থাকতে নামিয়ে নিয়ে,
যবক্ষার একটু আর পিঁপুল চূর্ণ দিয়ে,
প্লীহাজ্বরে দিন কতক খেলে
প্লীহা আর জ্বর যায় গো ফেলে।
"নিদিগ্ধিকাদি" নাম এর।
সাত আট দিনেই ফল ঢের। ২২

উশীরাদিঃ।

উশীরং চন্দনং মুস্তং গুড়ূচি ধান্য নাগরম্
অম্ভসা ক্কথিতং পেয়ং শর্করা মধু যোজিতম্।
জ্বরে তৃতীয়কে দেয়ং তৃষ্ণাদাহ সমন্বিতে॥ ২৩

(অনুবাদ)

বেণার মূল, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন,
ধনে, শুঁঠ—বত্রিশ কুঁচ এক একটি ওজন ;
আধসের জল দিযে আধপোয়া শেষ,
তৃতীয়ক জ্বর হয় ইহাতে বিশেষ।
"উশীরাদি" নামে ইহা আছে প্রচলিত,
বৈদ্য মধ্যে এ পাচন বিশেষ চলিত॥ ২৩

পটোলাদিঃ।

পটোলারিষ্টমৃদ্বীকা শ্যামাকং ত্রিফলা বৃষম্।
ক্বাথঃ ঐকাহিকংহন্তি শর্করা মধুযোজিতঃ॥ ২৪

(অনুবাদ)

নিমছাল, কিশমিস, পটোলের পাতা,
বাসক, বয়ড়া, আমলা, হত্তুকী, শ্যামলতা,
সিকি তোলা এক একটি, আধসের জলে,
সিদ্ধ ক'রে নামিয়ে ফেল আধপোয়া র'লে।

চিনি আর মধু দিয়ে খাও এই কাথ,
ঐকাহিক জ্বর এতে হইবে নিপাত।
কুইনাইন বেশী ক'রে খেয়ে থাক যদি,
এ পাচন ব্যবস্থা কর নাম "পটোলাদি।" ২৪

চাতুর্থকে বাসাদিঃ।

বাসাধাত্রী স্থিরাদারু পথ্যা নাগর সাধিতঃ।
সিতা মধুযুতঃ ক্বাথশ্চাতুর্থক বিনাশনঃ॥ ২৫

(অনুবাদ)

শালপানি, দেবদারু আর আমলকী,
বাসকছাল আর আঁটি ফেলে নাও হরিতকী।
বত্রিশ কুচ এক একটি ওজন কর এর,
আধপোয়া থাকবে শেষ, জল আধসের।
ঠাণ্ডা হ'লে খেয়ে ফেল চিনি মধু দিয়ে,
দিন কতকে চাতুর্থক জ্বর যাবে ছাড়িয়ে।
"চাতুর্থক বাসাদি ক্বাথ" এর নাম হয়,
পুরাকালে মুনিজনে এই যোগ কয়। ২৫

মহাবলাদিঃ।

মহাবলামূল মহৌষধাভ্যাং কাথো নিহন্যাদ্বিষম
জ্বরংহি।
শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তং বিনাশয়েদ্ধি ত্রিদিন
প্রয়োগাৎ॥ ২৬

(অনুবাদ)

গোরক্ষ চাকুলের মূল এক ভরি,
এক ভরি শুঁঠ ওজন করি।
আধসের জল, তা'র আধপোয়া শেষে
পান ক'রলে দেখবে দু'তিন দিবসে,
শীত, কম্প, দাহ—বিষম জ্বর,
পালিয়ে যাবে—যেন ঝড়।
"মহাবলাদি" নাম এর,
আয়ুর্ব্বেদ বলেন গুণ ঢের॥ ২৬

রাত্রিজ্বরে—গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচি মুস্ত ভূনিম্বং ধাত্রী ক্ষুদ্রাচ নাগরম্।
বিল্বাদি পঞ্চ মূলঞ্চ কটুকেন্দ্র যবাসকম্॥
নিশাভবং জ্বরং বাত কফপিত্ত সমুদ্ভবম্।
চিরোত্থং দ্বন্দ্বজংহন্তি সকণং মধুসংযুতম্॥
জীর্ণজ্বরারুচিশ্বাস—কাস-শ্বয়থু নাশনম্॥ ২৭

(অনুবাদ)

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, চিরাতা, আমলকী.
গাম্ভারি, দুরালভা, পারুল, কটকি,
বেল, সোনা. ইন্দ্রযব আর কণ্টকারি,
তের কুঁচ তিন ধান—লও গণিযারি।
আধসের জলে দিয়ে রাখ আধপোয়া,
ঠাণ্ডা হ'লে কস্‌টাইয়া লইবে ছাঁকিয়া।
পিঁপুল চূর্ণ মধু দিয়ে বাত পিত্ত জ্বরে,
খাও এ কাথ আর খেও রাত্রিকালের জ্বরে।
"গুড়ূচ্যাদি" নাম এর জেন সুধীজন,
ব্যবস্থা করে বিজ্ঞজনে যখন তখন। ১৭

মুস্তাদিঃ।

মুস্তামলক গুড়ূচি বিশ্বৌষধ কণ্টকারিকা কাথঃ।
পীতঃ সকণাচূর্ণঃ সমধুর্ব্বিষম জ্বরং হন্তি॥ ১৮

(অনুবাদ)

মুথা, আমলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টকারি.
আটত্রিশ কুঁচ এক ধান এক একটি ওজন করি।
আধসের জলে দিয়ে আধপোয়া র'লে,
পিঁপুল চূর্ণ মধু দিয়ে মিশাইয়ে খেলে,

বিষম জ্বর নষ্ট হয়—"মুস্তাদি" পাচন।
বৈদ্য মধ্যে এ কাথের খুব প্রচলন॥ ২৮

মধুকাদিঃ।

মধুকং চন্দনং মুস্তং ধাত্রী ধান্য মুশীরকম্।
ছিন্নোদ্ভবং পটোলঞ্চ কাথ সমধুশর্করঃ॥
জ্বর মষ্ট বিধং হন্তি সন্ততাদ্যং সুদারুণম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সন্নিপাতিকম্। ২৯

(অনুবাদ)

যষ্টীমধু, রক্তচন্দন, আমলকী, মুতা,
ধনে, বেণা, গুলঞ্চ পটোলের পাতা,
সিকি ভরি এক একটির ওজন হইবে,
আধসের জল শেষ আধপোয়া রবে।
চিনি মধু সহপানে অষ্টবিধ জ্বর,
বিশেষতঃ সন্ততাদি ছাড়ায় সত্বর।
"মধুকাদি" নামে ইহা আছে অভিহিত।
ত্রিকালজ্ঞ মুনিজনের ইহা আবিষ্কৃত। ২৯

স্বল্পভার্গ্যাদিঃ।

ভার্গব্দ পর্পটক ধান্য যবাস বিশ্ব ভূনিম্ব কুষ্ঠকণা।
সিংহ মৃতা কষায়ঃ।
জীর্ণ জ্বরং সতত সন্ততকং নিহন্ত্যাদন্যে দ্ব্যহ্নং
সতৃতীয়ক চতুর্থকঞ্চ॥ ৩০

(অনুবাদ)

বামনহাটি. ক্ষেৎপাঁপড়া, দুরালভা, মুতা
বৃহতী, পিঁপুল. কুড়, গুলঞ্চ, চিরাতা,
ধনে, শুঁঠ—এক একটি কর পরিমাণ.
সতেরটি কুঁচ আর দিয়ে দু'টি ধান.
আধসের জলে জ্বাল, আধপোয়া শেষ.
সতত, সন্তত জ্বর ইহাতে বিশেষ।
অন্যে দ্ব্যহ্ন. তৃতীয়ক, চাতুর্থক জ্বর.
সর্ব্ববিধ জীর্ণ জ্বর নিপাত সত্বর।
"স্বল্পভার্গ্যাদি" জেনে রেখ এর অভিধান.
আয়ুর্ব্বেদ মুক্ত কণ্ঠে এর গুণ গান। ৩০

মধ্যভার্গ্যাদিঃ।

ভার্গব্দ পর্পট পুষ্কর শৃঙ্গবের পথ্যা
কণাহব দশমূল কৃতঃ কষায়ঃ।
সদ্যো নিহন্তি বিষমজ্বর সান্নিপাত
জীর্ণজ্বর শ্বয়থুশীতক বহ্নিসাদান। ৩১

(অনুবাদ)

বামনহাটি, শুঁঠ, কুড়, ক্ষেৎপাঁপড়া, পিঁপুল.
হরিতকী, মুথা, আর নাও দশমূল,
এগার কুঁচ দেড় ধান এক একটি নাও,
আধপোয়া রাখ জল, আধসের দাও।
জীর্ণ ও বিষম জ্বর আর সন্নিপাত,
শোষ, শীত, অগ্নিমান্দ্য—সকলি নিপাত।
"মধ্য ভার্গাদি" এর নাম উৎকৃষ্ট পাচন।
ইহার প্রয়োগ হয় যখন তখন॥ ৩০

বৃহদ্ভার্গাদিঃ।

ভার্গীপথ্যা কটুঃ কুষ্ঠং পর্পটং মুস্তকং কণা।
অমৃতা দশমূলঞ্চ নাগরং ক্বাথয়েদ্ ভিষক॥
হন্তি ধাতুগতং সর্ব্বং বহিঃস্থং শীত সংযুতম্।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ।
এষ ভার্গাদিকো নামঃ সর্ব্বজ্বর হরঃপরঃ॥ ৩১

(অনুবাদ)

বামনহাটি, হরিতকী, কটকি, পিঁপুল.
ক্ষেৎপাঁপড়া, কুড়, মুথা, শুঁঠ, দশমূল ;
গুলঞ্চ—গাঁট বাদ দিয়ে দশ কুঁচ ক'রে,
ওজন ক'রবে এক একটি নিক্তি ঠিক ধ'রে।

আধসের জলে জ্বাল দাও, শেষ আধপোয়া,
দিনেতে হু'বার খাবে অর্দ্ধেক করিয়া।
বিষম বা ধাতুগত শীতযুক্ত জ্বর,
বহিঃস্থ বা সন্ততাদি পলাবে সত্বর।
মন্দাগ্নি অরুচি, প্লীহা ইথে নষ্ট হয়,
যকৃতের দোষ, গুল্ম, শোথ সমুদয়।
"বৃহৎ ভার্গাদি" নাম এর, গুণ অতিশয়।
সাত আট দিনে এর ফল হাতে হাতে হয়। ৩১

দার্ব্ব্যাদিঃ।

দার্ব্বী দারু কলিঙ্গি লোহিত লতা শ্যামাক
পাঠা শটী
শোভাঞ্জ্যোশীর কিরাত কুঞ্জর কণা ত্রায়ন্তিকা পদ্মকৈঃ
বচা ধান্যক নাগরা সরলৈঃ শিগ্রম্বু সিংহী শিবাঃ।
ব্যাঘ্রী পর্পট দর্ভমূল কটু কানন্তামৃতা পুষ্করৈঃ॥ ৩২

(অনুবাদ)

দেবদারু, ইন্দ্রযব, ধনে, নীলঝাঁটি,
বেণার মূল, আকনাদি, মুথা, পিঁপুল, শটী.
মঞ্জিষ্ঠা, গজপিঁপুল, কুড়, চিরাতা,
পদ্মকাষ্ঠ, হাড়ভাঙ্গা, বালা, শ্যামালতা,
সরলকাষ্ঠ, সজিনাছাল, বৃহতী, হরিতকী,
কণ্টকারি, ক্ষেৎপাঁপড়া, গুলঞ্চ, কটকি,

বলালতা আর তুলে নাও কুশমূল,
আট রত্তি দুই ধান আর অনন্তমূল,
আধসের জলে জ্বাল, আধপোয়া শেষ,
ধাতুগত বিষমজ্বর ইহাতে বিশেষ।
ত্রিদোষ, দ্ব্যাহিক আর ত্রৈকাহিক জ্বরে,
ভৌতিক, দুঃসাধ্য জীর্ণে বড় ফল ধরে।
কামজ, শোকজ, ক্ষয়, বমিযুক্ত জ্বর,
সতত ও চাতুর্থকের বিনাশ সত্বর।
"দাস্যাদি" পাচন নাম জানিয়া রাখিও।
অবস্থা-বিশেষে ইহা ব্যবস্থা করিও॥ ৩২

দার্ব্বাদিঃ।

দার্ব্বী কলিঙ্গি মঞ্জিষ্ঠা বাস্ত্রীদারু গুড়ূচীকা।
ভূধাত্রী পর্পটংশ্যামা তগরং করি পিপ্পলী॥
ক্ষুদ্রা নিম্বং ঘনং ব্যাধির্নাগরং পদ্মকং শঠী।
রামাটরুষঃ সরলং ত্রায়মানাস্থি সন্ধিকম॥
ভূনিম্বারুষ্করং পাঠা কুশ কটুক রোহিণী।
মাগধী ধান্যকং চেতি কাথং মধুযুতং পিবেৎ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
দ্বন্দ্বজং বিষমং ঘোরং সততাদ্যং সুদারুণম্॥
অন্তঃস্থঞ্চ বহিঃস্থঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বজ্বরং নিহন্ত্যাশু তথাচ দৈর্ঘ্য রাত্রিকম॥

গ্রহণী মতিসারঞ্চ কাসং শ্বাসং সকামলম্।
শোষং হন্যাত্তথা শোথং মন্দাগ্নিত্ব মরোচকম্ ॥
শূলমষ্ট বিধং হন্তি প্রমেহানপিবিংশতিম্।
প্লীহান অগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ হলীমকম্ ॥
পৃথগ্ দোষাংশ্চ বিবিধান সমস্তান্ বিষমজ্বরান।
তান্ সর্ব্বান নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥ ৩৩

(অনুবাদ)

দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মুথা, শ্যামালতা,
কুড়, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, ভেলা, বালালতা,
হাড়ভাঙ্গা, নিমছাল, গুলঞ্চ, পিঁপুল,
রামবাসক, আকনাদি, বৃহতী, কুশমুল,
ক্ষেৎপাঁপড়া, গজপিঁপুল, ধনে, ভূম্যামলকী,
কণ্টকারি, মঞ্জিষ্ঠা, চিরাতা, কট্‌কি,
তগরকাষ্ঠ, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, শঠী,
আট রতি দুই ধান নেবে এক একটি,
আধসের জলে জ্বাল, শেষ আধপোয়া,
প্রতিদিন পান কর মধু মিশাইয়া।
বাতিক, পৈত্তিক আর সান্নিপাতিক জ্বর,
শ্লৈষ্মিক, দ্বন্দ্বজ সব—নাশয়ে সত্বর।
সততাদি বা অন্তঃস্থ ধাতুগত জ্বরে,
বিষম ও দৈর্ঘ্যরাত্রিক—সব ইহা হরে।
শীতকম্প, দাহ, ঘর্ম্ম, কৃশতা, গ্রহণী,
কাস, শ্বাস, অতিসার, শোথ, মন্দঅগ্নি,

কামলা, অরুচি, শোথ, অষ্টবিধ শূল,
প্লীহা, যকৃৎ, হলীমক. প্রমেহের মূল,
বজ্রাহত বৃক্ষবৎ ইহাতে পতন।
দার্ব্বাদি ইহার নাম কহে মুনিজন॥ ৩৩

অথ মুষ্টিযোগ।

(১ নং।)

পিপ্পলী চূর্ণ সংযুক্তঃ ক্বাথশ্ছিন্ন রুহোদ্ভবঃ।
জীর্ণজ্বরঃ কফধ্বংসী পঞ্চমূলী কৃতোঽথা বা॥

(অনুবাদ)

বেলছাল, সোনাছাল, পারুল, গণিরি,
আটত্রিশ কুঁচ এক ধান ফি টি ওজন করি,
পিঁপুলের গুড় একটু খানি তা'তে
মিশিয়ে নাও।
জীর্ণ জ্বর আর কফ সারা'তে দিনকতক খাও॥

[২ নং।]

পিপ্পলী মধুসংমিশ্র গুড়ূচী স্বরসং পিবেৎ।
জীর্ণজ্বর কফপ্লীহকাসারোচক নাশনম্॥

(অনুবাদ)

পিঁপুলের গুড় মধু গুলঞ্চর রস,
খাইয়ে ক'রবে দিন কতকে জীর্ণজ্বর বশ।
কফ প্লীহা আর অরুচি বড়।
তা'তেও ইহা ব্যবস্থা কর॥

[৩ নং।]

গুড়ূচী পর্প্পটং ভেকপর্নীচ হিলমোচিকা।
পটোলং পুটপাকেন রস এষাং মধুপ্লুতঃ।
বাতপিত্ত জ্বরংহন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্॥

(অনুবাদ)

গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাঁপড়া, হিঞ্চেলতা,
থুলকুড়ি আর পটোল পাতা,
সমভাগে পুটপাকে দগ্ধকর,
তা'র দু' তোলা আর মধু জানবে বড়,
বাতপিত্ত জ্বরে উপকারী।
বহু দিনের হ'লেও যাবে ছাড়ি'।

[৪ নং।]

মধুনা সর্ব্ব জ্বরনুৎশেফালীদলজোরসঃ।

(অনুবাদ)

সিউলির পাতার রস মধু এক করি,
খেলে, সব রকম জ্বর যায় ছাড়ি'।

[৫ নং।]

অজাজী গুড় সংযুক্তা বিষমজ্বর নাশিনী।
অগ্নিসাদংজয়েৎ সম্যক বাত রোগাংশ্চ নাশয়েৎ ॥

(অনুবাদ)

আকের গুড় আর কালজিরে,
চার আনা ভ'র ওজন করে,
বিষমজ্বরে ক' দিন খাও,
বাত, অগ্নিমান্দ্য যদি সারাতে চাও।

[৬ নং।]

রসোনকল্কং তিলতৈল মিশ্রং যোহশ্নাতি নিত্যং
বিষমজ্বরার্ত্তঃ।
বিমুচ্যতে সোহপ্য চিরাজ্জ্বরেণবাতময়ৈশ্চাপি
সুঘোররূপৈঃ ॥

(অনুবাদ)

একতোলা তিলের তেল রসুন চার আনা,
আহারের আগে খেলে বিষমজ্বর যায়,
বাতের বেদনা।

জ্বরাতিসার।



হ্রীবেরাদিঃ।

হ্রীবেরাতি বিষামুস্ত বিল্ব নাগর ধান্যকৈঃ।
পিবেৎ পিচ্ছাবিবন্ধঘ্নং শূল দোষাম পাচনম্।
সরক্তংহন্ত্যতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্॥

(অনুবাদ)

আতইচ, বালা, শুঁঠ, ধনে,
বত্রিশ কুঁচ পরিমাণে,
মুথা, বেলশুঁঠ ঐরূপ নাও,
আধসের জলে চাপিয়ে দাও,
আধপোয়া থাকৃতে নামিয়ে নিয়ে,
খাও দু'বারে চুমুক দিয়ে।

জ্বরাতিসারের ভাল পাচন,
"হ্রীবেরাদি" নাম করণ।
মলপিচ্ছিলতা দূরে যায়,
বদ্ধতা ও শূল নষ্ট পায়।
রক্তাতিসারও এতে সারে।
ব্যবস্থা কর জ্বর যুক্ত ও বিজ্বরে। ১

উশীরাদিঃ।

উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যাকং বিশ্ব ভেষজম্।
সমঙ্গা ধাতকী লোধ্রং বিল্বং দীপন পাচনম্॥
হন্ত্যরোচক পিচ্ছাম বিবদ্ধং সাতি বেদনম্।
সশোণিত মতিসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম॥ ১

(অনুবাদ)

বেণারমূল বালা, ধনে, মুথা,
শুঁঠ, বেলশুঁঠ, বরাহক্রান্তা,
ধাইফুল আর লোধ দিয়ে,
একুশ কুঁচ এক ধান এক একটি নিয়ে,
চড়িয়ে দাও আধসের জলে,
নামিয়ে ফেল আধপোয়া র'লে,
দু' চার দিন পান কর,
জ্বরাতিসারে ভাল বড়।

মলের পিচ্ছিলতা ভাল হয়,
পেটের ব্যথা নষ্ট হয়।
বিবদ্ধভাব এতে সারে,
ব্যবস্থা কর জ্বর ও বিজ্বরে।
রক্তাতিসার ও ভাল হয়।
"উশীরাদি" এরে কয়। ২

শুণ্ঠীদশমূল।

দশমূলী কষায়েন বিশ্বমক্ষসমং পিবেৎ।
জ্বরে চৈ বাতিসারে চ সশোথে গ্রহণী গদে॥ ৩

(অনুবাদ)

দশমূলে সিকি ভরি,
শুঁঠের গুঁড় এক করি,
পানে সারবে জ্বর-অতিসার,
শোথ সংযুক্ত গ্রহণী আর।
"শুণ্ঠী দশমূল" ইহার নাম।
জ্বরাতিসারে অভিরাম। ৩

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচ্যতি বিষাধান্য—শুণ্ঠী বিল্বাব্দ বালকৈঃ।
পাঠা ভূনিম্ব কুটজ—চন্দনোশীর পদ্মকৈঃ।

কষায়ঃ শীতলঃ পেয়ো জ্বরাতিসার শান্তয়ে।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসা দাহনাশনঃ॥ ৪

(অনুবাদ)

গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, মুতা,
শুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, চিরাতা,
বেণা, কুড়চি, রক্তচন্দন,
আকনাদি, পদ্মকাষ্ঠ কর ওজন।
চৌদ্দকুঁচ তিন ধান,
এক একটির পরিমাণ।
জল আধসের আর আধপোয়া শেষ,
জ্বরাতিসারের এ পাচনে হয় বিশেষ॥
অরুচি, বমন-ইচ্ছা অথবা বমন,
পিপাসা গায়ের জ্বালা হয় নিবারণ।
"গুড়ূচ্যাদি" নাম এর অতিশয় ফল।
এ পাচনে কেহ নাহি হয় গো বিফল॥ ৮

পঞ্চমূল্যাদিঃ।

পঞ্চমূলী বলা বিল্ব গুড়ূচি মুস্তনাগরৈঃ।
পাঠা ভূনিম্ব হ্রীবের-কুটজত্বক্ ফলৈঃ শৃতম্॥
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ জ্বর দোষং বমিং তথা।
সশূলোপদ্রবং কাসং শ্বাসং হন্যাৎ সুদারুণম্॥

পঞ্চমূলীতু সামান্যা যোজ্যা পৈত্তে কণীয়সী।
মহতী পঞ্চমূলীতু বাতশ্লেষ্মাতুরে হিতা॥ ৫

(অনুবাদ)

শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, মুথা,
কণ্টকারি, বেলশুঁঠ, শুঁঠ চিরাতা,
আকনাদি, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বেড়েলা,
কুড়চি ছাল, ইন্দ্রযব আর নেবে বালা,
বার রতি চার ধান এক একটি ওজন,
আধসের জল, শেষ আধপোয়া যখন।
সকল প্রকার অতিসার, জ্বর, শূল, শ্বাস,
উপদ্রব যায় ইথে বমি আর কাস।
"পঞ্চমূল্যাদি" নামে ইহা আছে অভিহিত।
ত্রিকালজ্ঞ মুণিদ্বারা জগতে বিদিত॥ ৫

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদিঃ।

পঞ্চমূলী শৃঙ্গবের শৃঙ্গাট কঞ্চটং ঘনম্।
জম্বুদাড়িম পত্রঞ্চ বলাবালং গুড়ূচিকা॥
পাঠা বিল্বং সমঙ্গাচ কুটজত্বক্ ফলং তথা।
ধান্যকং ধাতকী ক্বাথং বিষা জীরক সংযুতম্॥
পিবেৎ জ্বরাতিসারে চ সরক্তে বাপ্যরক্তকে।
অপি যোগশতৈস্ত্যক্তে চাসাধ্যেসর্ব্বরূপকে॥ ৬

(অনুবাদ)

শুঁঠ, পানিফল, কাঁচড়াপাতা,
বিল্ব, সোনা, গুলঞ্চ, মুথা,
জামপাতা, আকনাদি, বালা, গনিরি,
দাড়িমপাতা, বেলশুঁঠ, পারুল, গাম্ভারী,
কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, বেড়েলার মূল,
বরাক্রান্তা আর নেবে ধনে ধাইফুল ;
নয় কুঁচ পরিমাণে এক একটি ওজন,
আধসের জল, শেষ আধপোয়া যখন।
আতইচ আর জীরার গুঁড় চার আনা
এই কাথে,
ঠাণ্ডা হ'লে ভাল ক'রে হইবে মিশাতে।
"বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি" নাম এর বড় উপকারী,
বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরাতিসারে ব্যবস্থা ইহারি। ৬

ধান্যশুণ্ঠী।

ধন্যাকং বিশ্বসংযুক্তং সামঘ্নং বহ্নিদীপনম্।
বাতশ্লেষ্ম জ্বরহরং শূলাতিসার নাশনম্॥ ৭

(অনুবাদ)

শুঁঠের গুঁড় এক ভরি,
ধনেও ঐরূপ মিশাল করি,

আধসের জলে আধপোয়া কাথ
অগ্নিকারক, শূল নিপাত।
বাতশ্লেষ্ম জ্বর অতিসারে,
শিগ্‌গির এতে গুণ ধরে।
"ধান্যশুণ্ঠী" নামে খ্যাত।
বৈদ্যমধ্যে প্রচলিত। ৭

বিল্বপঞ্চকম্।

শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী বলা বিল্বং সদাড়িমম্।
বিল্বপঞ্চক মিত্যেতৎ ক্বাথং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ।
অতীসারে জ্বরেচ্ছর্দ্যাং শস্যতে বিল্বপঞ্চকম্॥ ৮

(অনুবাদ)

চাকুলে, বেড়েলা, শালপানি,
দাড়িম ফলের খোসা আর বেল--শুক্‌না জানি,
আট রতি এক ধান,
কর সবার পরিমাণ;
আধসের জল, শেষ আধ পো,
খানিকক্ষণ নাবিয়ে থো;
ঠাণ্ডা হ'লে জ্বর অতিসারে,
খেলে সারে বমি সাথে।
"বিল্বপঞ্চকম্" নাম এর।
এর গুণ জেনো ঢের। ৮

অতিসারাধিকার।

ধান্য পঞ্চকম্।

ধান্যকং নাগরং মুস্তং বালকং বিল্বমেবচ ।
আমশূল বিবন্ধঘ্নং পাচনং বহ্নি দীপনম্ ।
ইদং ধান্যচতুষ্কং স্যাৎ পৈত্তে শুণ্ঠিং বিনা পুনঃ ॥ ১

(অনুবাদ)

বেলশুঁঠ, বালা, ধনের চা'ল,
মুথা আর নাও শুঁঠ—ঝাল ;
আটত্রিশ কুঁচ এক ধান,
এক একটির পরিমাণ ।
জল আধসের, আধপোয়া শেষ,
মধু মিশিয়ে খাবে বেশ ।
আমশূল আর আম বন্ধের কষ্ট,
দোষ পরিপাক হ'য়ে হয় গো নষ্ট ।
অগ্নি প্রদীপ্ত ইথে হয় ।
"ধান্যপঞ্চক" এরে কয় । ১

কঞ্চটাদিঃ।

কঞ্চট দাড়িমজম্বু শৃঙ্গাটক পত্র হ্রীবেরম্।
জলধর নাগর সহিতং গঙ্গামপি বেগিনীং
রুন্ধ্যাৎ॥ ২

(অনুবাদ)

কাঁচড়াপাতা, দাড়িমপাতা, পানফলের পাতা,
জামের পাতা, শুঁঠ, বালা, আর নেবে মুতা।
ওজন কর সাতাশ কুঁচ দু'টি ধান দিয়ে,
আধসের জলে নামিয়ে রাখ আধপোয়া নিয়ে।
অতি বেগবান অতীসার এতে নষ্ট হয়।
"কঞ্চটাদি" এর নাম মুনিজনে কয়। ২

কুটজাদিঃ।

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকী বিল্ব বালকম্।
লোধ্র চন্দনং পাঠাশ্চ কষায়ং মধুনাপিবেৎ।
সামে সশূলে রক্তাদি—সর্ব্বাতিসার নাশনম্॥ ৩

(অনুবাদ)

বেলশুঁঠ, বালা, রক্তচন্দন,
মুথা, কুড়্চি কর ওজন,
ধাইফুল, আকনাদি, লোধ, ইন্দ্রযব,
দাড়িমফলের নাও খোসা সব,

একুশ কুঁচ একটি ধান,
প্রত্যেকটির পরিমাণ,
আধসের জল আর আধপোয়া শেষ,
মধু দিয়ে খেলে নিশ্চয় বিশেষ।
রক্তশূল আর আমশূল,
মল-পিচ্ছিলতার যায় মূল,
সব রকম অতিসার ভাল হয়।
"কুটজাদি" নামটি কয়। ৩

বৎসকাদিঃ।

সবৎসকঃ সাতিবিষঃ সবিল্ব সোদীচ্য মুস্তশ্চ
কৃত কষায়ঃ।
সামে সশূলে সহ শোণিতে চ চির প্রবৃত্তেঽপি
হিতোঽতিসারে॥ ৪

(অনুবাদ)

বেলশুঁঠ, বালা, ইন্দ্রযব,
আতইচ, মুথা—নাও সব,
আটত্রিশ কুঁচ আর এক ধান দিয়ে,
ওজন কর বেশ করিয়ে।
আধসের জলের আধপোয়া রাখ,
কস্‌টে নিয়ে ক্বাথ ছাঁক।

দু' চার দিন খেলে পরে,
বহুকালের অতিসার সারে।
আমশূল, রক্ত নিবৃত্তি হয়।
"বৎসকাদি" নাম শাস্ত্রে কয়। ৪

অথ নাভিপ্রলেপঃ।

আম্রস্থবল্কলং পিষ্টং কাঞ্জিকেন প্রযত্নতঃ।
নাভিং সংলেপযেৎ তেন কল্কেন মতিমান ভিষক
নদীবেগোপমং ঘোরমতিসারং নিবারয়েৎ ॥ ১

(অনুবাদ)

আমের ছাল আর কাঁজি বেটে,
প্রলেপ যদি দাও গো পেটে,
ঘোরতর অতিসার ভাল হয়।
এ কথা কভু মিথ্যা নয়। ১

তথা জাতীফলং পিষ্ট্বা নাভৌ দদ্যাৎ প্রলেপনম্
দুর্নিবারমতীসারং বারয়ত্য নিবারিতম্ ॥ ২

(অনুবাদ)

জায়ফল বেটে নাই উপরে,
প্রলেপ দেবে পুরু ক'রে ;

প্রবল অতিসার ঠিক সার্‌বে।
হাতে হাতে ফল দেখ্‌বে। ২

অথ মুষ্টিযোগ।

বিল্ব চূতাস্থি নির্যূহ পীতঃ সক্ষৌদ্র শর্করঃ।
নিহন্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্॥ ১

(অনুবাদ)

আমের কেশী আর বেলশুঁঠ নিয়ে,
এক এক তোলা ওজন দিযে,
আধসের জল, তা'র আধ পো রাখ,
ভাল নেকড়ায় কাথ ছাঁক,
মধু চিনি দিয়ে খাও।
অতীসারের বমি যদি ঘুচাতে চাও। ১

পটোল যবধন্যাক কাথঃ পেয়ঃ সুশীতলঃ।
শর্করামধুসংযুক্তশ্ছর্দ্দতীসার নাশনঃ॥ ২

(অনুবাদ)

পলতা, যব আর ধনে,
প্রত্যেকটি চৌষট্টি কুঁচ ওজনে,
আধসের জল আর আধপোয়া শেষ
অতিসারের বমি হরে বিশেষ॥ ২

কুটজদাড়িমকষায়ঃ ।

কষায়ো মধুনা পীতস্বচো দাড়িম বৎসকাৎ।
সদ্যোজয়েদতীসারং সরক্ত দুর্নিবারকম্॥ ৩

(অনুবাদ)

দাড়িমফলের খোসা,
কুড়চির মূল পেষা,
এক এক তোলা ক'রে নিয়ে,
আধসের জলে চাপিয়ে দিয়ে,
আধপো থাক্‌তে নামিয়ে নাও,
মধু দিয়ে রক্ত অতিসারে খাও। ৩

গুড়বিল্বম্ ।

গুড়েন খাদিতং বিল্বং রক্তাতীসার নাশনম্।
আমশূলং বিবন্ধঘ্নং কুক্ষিরোগ বিনাশনম্॥ ৪

(অনুবাদ)

কচি বেল পোড়া আকের গুড়।
খেলে আমশূল হয় দূর॥

জ্যেষ্ঠাম্বুনাতণ্ডুলীয়ং পীতঞ্চসসিতামধু। ৫

(অনুবাদ)

কাঁটানটের মূল চালনি জলে।
রক্তাতিসার সারে বেটে খেলে। ৫

বিল্বং ছাগপয়ঃ সিদ্ধং সিতা মোচরসান্বিতম্।
কলিঙ্গচূর্ণ সংযুক্তং রক্তাতীসার নাশনম্॥ ৬

(অনুবাদ)

বেলশুঁঠ, ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ জল,
অতীসারে বড় ফল।
কিন্তু চিনি, মোচরস, ইন্দ্রযব,
মিশিও আধ্ আধ্ তোলা সব।
বেল শুঁঠের ওজন দুইভরি,
ছাগদুগ্ধ আটগুণ ধরি,
জলটা দিও দু'সের নিয়ে।
দুধটুকু রেখে নাও নামিয়ে।
রক্তাতিসারে উপকার বড়।
বুদ্ধিমান, এ যোগ ধর। ৬

অথ প্রবাহিকায়াম্।

মুষ্টি যোগ।

বালং বিল্বং গুড়ং তৈলং পিপ্পলী বিল্ব ভেষজম্।
লিহ্যাদ বাতে প্রতিহতে সশূলঃ সপ্রবাহিকঃ। ১

(অনুবাদ)

কচি বেলের শাঁস, ইক্ষু গুড়,
তিলের তেল, শুঠ, পিঁপুল চূর,
সমান ভাগে সব গুলি নাও,
পেট বেদনা যুক্ত আমাশয়ে দাও।
দূষিত বায়ু যা'বে আপন পথে।
ফল দেখবে হাতে হাতে॥ ১

পয়সা পিপ্পলী কল্কঃ পীতোবা মরিচোদ্ভবঃ।
ত্র্যহাৎ প্রবাহিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম॥ ২

(অনুবাদ)

ছাগলের দুধ আধ পো নিয়ে
পিঁপুল বাটা চার আনা দিয়ে।
মরিচ বাটা আর চার আনা,
খেলে,—আমাশয়ের যায় বেদনা।
তিনটি দিনে উপকার জেন'।
যত পুরাণ হো'ক না কেন। ১

কল্কঃস্যাদ্ বালবিল্বানাং তিলকল্কশ্চ তৎসমঃ
দধ্নঃ সরোঽম্লঃ স্নেহাঢ্যঃ খজোহন্ত্যাৎ প্রবাহিকাম্॥ ৩

(অনুবাদ)

কচি বেলের শাঁস সিকি ভ'র,
সিকি ভরি দধ্নের সর,

তুষ বিহীন তিল সিকি ভরি,
চার আনা তিলের তেল এক করি'
মিশিয়ে খেলে আমাশয়।
শিগ্‌গির শিগ্‌গির ভাল হয়॥ ৩

দগ্ধা সসারেণ সমাক্ষিকে ভুঞ্জীত নিশ্চারক পীড়িতস্তু।
স্যুতপ্ত কুপ্যকথিতেন বাপি ক্ষীরেণ শীতেন মধুপ্লুতেন॥৪

(অনুবাদ)

ছাগলের দুধ আর মধু
তামার পাত্রে সিদ্ধ শুধু
আমাশয়ে উপকারী
যেন এটি টোট্‌কা ভারি। ৪

অর্শো রোগাধিকারঃ।

—:*:—

চন্দনাদি পাচনম্‌।

চন্দন কিরাত তিক্তক ধন্ব যবাসাঃ সনাগরাঃ ক্বথিতাঃ
রক্তার্শসাং প্রশমনা দারুহরিদ্রাশীর নিম্বাচ॥ ১

(অনুবাদ)

রক্তচন্দন, দুরালভা, নাওগে মুতা,
তা'র সঙ্গে আর নাও চিরাতা,

আধ আধ তোলা সবগুলি হ'বে,
আধ সের জল, তা'র আধ পোয়া র'বে।
দু'টি বেলা এই ক্বাথ খাও,
রক্ত অর্শ যদি সারাতে চাও।

অথবা—দারুহরিদ্রা, দারুচিনি,
বেণারমূল আর নিমছাল আনি'
আধ আধ তোলা আগের মত,
ক্বাথ ক'রে খাও দিন কত।
"চন্দনাদি" নাম এদের হয়।
নিও যে'টি মনে লয়॥ ১

শৃঙ্গবের ক্বাথঃ।

কফজে শৃঙ্গবেরস্য ক্বাথো নিত্যোপি যোগিকঃ॥ ২

(অনুবাদ)

শুঁঠ দু'তোলা আধ সের জল,
আধ পো' নামিয়ে কর শীতল।
কফজ-অর্শ আছে যা'র,
নিত্য খাওয়া ব্যবস্থা তা'র॥ ২

অথ মুষ্টিযোগ।

স্নুক্ ক্ষীরং রজনীযুক্তং লেপাদ্দুর্নাম নাশনম্।
কোষাতকী রজোঘর্ষান্নিপতন্তি গুদোদ্ভবাঃ॥ ১

(অনুবাদ)

- মনসা সিজের ক্ষীর, হলুদ গুঁড়,
ভাল ক'রে মিশাল ক'র,
অর্শের বলিতে প্রলেপ দাও,
অঙ্কুর যদি মিলা'তে চাও॥
কিম্বা ঘোষা ফলের গুঁড় নিয়ে
ঘস্‌লে পরে যায় খসিয়ে॥ ১

অর্কক্ষীরং স্নুহী ক্ষীরং তিক্ত তুম্ব্যাশ্চ পল্লবাঃ।
করঞ্জো বস্তমূত্রঞ্চ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্॥ ২

(অনুবাদ)

ডহরকরঞ্জের ছাল, আকন্দের আটা,
সিজেরক্ষীর আর তিত্‌লাউ পাতা বাটা,
ছাগমূত্র সমান মাপে।
বলির উপর দিও লেপে॥ ২

অর্শোঘ্নী গুদজা বর্ত্তি গুড় ঘোষাফলোদ্ভবা।
জ্যোৎস্নিকামূলকল্কেন লেপো রক্তার্শসাং হিতঃ॥৩

(অনুবাদ)

জলে গুলে আকের গুড়
তা'তে ঘোসা ফলের চূর।
মিশাল ক'রে অগ্নি জ্বালে
বাতি প্রস্তুত ক'রবে ফেলে,
এই বাতি গুহ্য দেশে,
দিলে অর্শের ফল দর্শে।
কিম্বা শুধু ঘোষা লতার মূল লেপ দিলে।
রক্ত অর্শে ফল মিলে॥ ৩

বিড়্ বিবন্ধে হিতং তক্রং যমানী বিড়্ সংযুতম্।
বাত শ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহ ভেষজম্॥
তৎ প্রয়োজ্যং যথা দোষং সস্নেহং রুক্ষমেব চ।
ন বিরোহন্তি গুদজাঃ পুনস্তক্রে সমাহিতাঃ॥৪

(অনুবাদ)

অর্শ রোগীর মল বদ্ধ হ'লে
যোয়ান, বিটনুন বেটে ঘোলে,
খেতে দিও বড় উপকার,
একবার খেলে হ'বে না আর।
বাত শ্লেষ্ম—অর্শ রোগে
ঘোলই ওষুধ সবার আগে।
বায়ুযুক্ত অর্শ যা'র
মাখন শুদ্ধ ঘোল উপকার তা'র।

শ্লেষ্ম জন্য অর্শ হ'লে।
মাখন টুকু নিও তুলে॥ ৪

পিত্তশ্লেষ্ম প্রশমনী কচ্ছু কণ্ডু রুজাপহা।
গুদজান্নাশয়ত্যাশু যোজিতা সগুড়াভয়া॥৫

(অনুবাদ)

হরিতকীর চূর
দাও তা'তে গুড়,
এক সঙ্গে সেবন কর,
পিত্তশ্লেষ্ম অর্শে ফল বড়।
কচ্ছু, কণ্ডু আর বেদনা।
অর্শের যায় সব যাতনা॥ ৫

সগুড়াং পিপ্পলী যুক্তাং ঘৃতভৃষ্টাং হরিতকীম্।
ত্রিবৃদ্দন্তী যুতাং বাপিভক্ষয়েদাশু লোমিকীম্॥ ৬

(অনুবাদ)

পিঁপুল চূর্ণ, আকের গুড়,
ঘিয়ে ভাজা হত্তুকীর চূর,
কিম্বা—তেউড়ীর চূর আর দন্তীর চূর,
আর তা'তে দাও আকের গুড়,
দিন কতক যদি সেবন কর,
বায়ু ও পিত্ত অর্শে ফল বড়॥ ৬

গোমূত্রাধ্যুষিতাং দদ্যাং সগুড়াং বা হরিতকীম্।
পঞ্চকোল যুতং বাপি তক্রমস্মৈ প্রদাপয়েৎ॥ ৭

(অনুবাদ)

হরিতকী সিদ্ধ চোণা দিয়ে
আকের গুড় মিশিয়ে নিয়ে,
কিম্বা—চৈ, চিতা, শুঁঠ, পিঁপুলমূল,
আকের গুড় আর পিঁপুল,
ঘোলের সহিত মিশিয়ে খেলে।
সব রকম অর্শে সুফল মিলে॥ ৭

———

মৃল্লিপ্তং শৌরণং কন্দং পক্ত্বাগ্নৌ পুটপাকবৎ।
দদ্যাৎ সতৈল লবণৈং দুর্নাম্নাং বিনিবৃত্তয়ে॥ ৮

(অনুবাদ)

ওল মাটিতে লেপ দিয়ে,
পুটপাকের ন্যায় আগুন নিয়ে,
পাক ক'রে তা'য় তৈল-লবণ।
মিশিয়ে খেলে অর্শ নিবারণ॥ ৮

———

স্বিন্নং বার্ত্তাকু ফলং ঘোষায়াঃ ক্ষার জেন সলিলেন
তদ্ ঘৃত ভৃষ্টং যুক্তং গুড়েনাতৃপ্তি তো যোঽত্তি।
পিবতিচ স্যনং তক্রং তস্যাশ্বেবাতি বৃদ্ধ গুদজানি
যান্তি বিনাশং পুং সাং সহজান্যপি সপ্ত রাত্রেণ॥ ৯

(অনুবাদ)

ঘোষালতার ক্ষার অন্তর্ধূমে
দগ্ধ কর ঠিক নিয়মে,
ছ'গুণ জলে ঐ ক্ষার গুল,
একুশ বার ছেঁকে ফেল,
তা'র পর ঐ ক্ষারের জলে
বেগুন একটা সিদ্ধ হ'লে
সেই বেগুনটা ভেজে ঘিয়ে
আকের গুড়ে মিশিয়ে নিয়ে,
খেয়ে কর ঘোল পান।
অতি বড় অর্শ যান ॥ ৯

অসিতানাং তিলানাঞ্চ প্রকুঞ্চং শীত বার্য্যনু।
খাদতোঽর্শাংসি নশ্যন্তি দ্বিজদার্ঢ্যাঙ্গ পুষ্টিদম্ ॥ ১০

(অনুবাদ)

কালতিল খেয়ে ঠাণ্ডাজল
খেলে অর্শে বড় ফল।
দাতের মাড়ি ভাল হয়।
শরীর ফুলে—শাস্ত্রে কয় ॥ ১০

অগ্নিমান্দ্যাদি-চিকিৎসা।

ধান্যনাগরম্।

ধান্যনাগর সিদ্ধং বা তোয়ংদদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
আমাজীর্ণ প্রশমনং শূলঘ্নং বস্তি শোধনম্॥ ১

(অনুবাদ)

ধনে, শুঁঠ, এক এক ভরি,
আধসের জলে ক্বাথ করি,
আধপোয়া থাক্‌তে নামিয়ে নিয়ে,
দিন কতক খাও চুমুক দিয়ে।
দূর হ'য়ে যায় কষ্ট শূল;
ঘোচে আম-অজীর্ণের মূল।
"ধান্য-নাগর" এরে বলে।
মূত্রাশয়ের রোগেও ফল মিলে। ১

নাগরাদি।

বিশ্বাভয়া গুড়ূচীনাং কষায়েণ ষড়ূষণম্।
পিবেৎ শ্লেষ্মণি মন্দেঽগ্নৌ ত্বকপত্র সুরভীকৃতম্॥ ২

(অনুবাদ)

শুঁঠ, হস্তুকী, গুলঞ্চ নিয়ে,
এক একটি চৌষট্টি কুঁচ ওজন দিয়ে,
আধসের জলের আধ পো রাখ,
ভাল ক'রে ন্যাকড়ায় ছাঁক ;
তা'রপর সেই কাথ উপরে,
পিঁপুল, পিঁপুলমূল গুঁড় ক'রে,
আর চই, চিতা, শুঁঠের গুঁড়,
মরিচ ও একটু মিশাল কর,
আরও দাও তাতে দারুচিনি,
আরও একটু তেজপাতা আনি,
অগ্নিমান্দ্য—শ্লেষ্মাজন্য,
এটি খেলে তা'তে ধন্য।
"নাগরাদি" এরে কয়।
এর গুণ অতিশয়। ২

সৈন্ধবাদিচূর্ণম্ ।

সিন্ধুথ পথ্যা মগধোদ্ভব বহ্নিচূর্ণ মুষ্ণাম্বুনা
পিবতী যঃ খলু নষ্টবহ্নি।
তস্যামিষেণ সঘৃতেন বরং নবান্নং ভস্মীভবত্য-
শিতমাত্রমিহক্ষণেন ॥ ৩

সৈন্ধবনুন আর হতুকী নিয়ে,
পিঁপুল, চিতা তা'তে দিয়ে,
গরমজলে সেবন কর।
অগ্নিবৃদ্ধি হবে বড়।
ঘিয়ে ভাজা মাছ নিয়ে,
নূতন চালের ভাত দিয়ে,
খেলেও তখনি জীর্ণ হয়।
এ ওষুধের ফল এমনি কয়॥ ৩

বিসূচিকা-চিকিৎসা।

(ওলাউঠা)

মুষ্টিযোগঃ।

ত্বক্‌পত্ররাস্নাগুরু শিগ্রুকুষ্ঠৈ রম্লপ্রপিষ্টৈ সবচা শতাহ্বৈঃ।
উদ্বর্ত্তনং খল্লীবিসূচিকাঘ্নং তৈলং বিপক্কঞ্চ তদর্থকারি॥ ১

(অনুবাদ)

দারুচিনি, তেজপাতা, শুলুফা রস্না,
অগুরু, কুড়, বচ, সজিনা,
সমানভাগে কাঁজি দিয়ে,
ভাল ক'রে বেটে নিয়ে,
মর্দ্দন কর বিসূচিকায়,
শাস্ত্রে বলে এতে রোগ যায়। ১

[টোটকা]

আধতোলা হলুদের গুঁড়,
জলে গুলে মিশাল কর,
একবারেতে খাইয়ে দাও,
বমি হ'লে আর একবার নাও।
এবারেও যদি বমি হয়।
তবে তার আর আশা নয়। ২

ক্রিমি-চিকিৎসা।

—— ০ঃ*ঃ০ ——

মুস্তাদিঃ।

মুস্তাখুপর্ণী ফলদারুশিগ্রুক্বাথঃ সকৃষ্ণা ক্রিমি
শত্রুকল্কঃ।
মার্গদ্বয়েনাপি চির প্রবৃত্তান্ ক্রিমীন্ নিহন্যাৎ
ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্॥ ১

(অনুবাদ)

মুথা, বহেড়া, হরিতকী,
সজিনাছাল, আমলকী,
দেবদারু আর ইন্দুরকাণি,
সাড়ে চার সাড়ে চার নেবে আনি,
আধসের জলে জ্বাল দেবে,
আধপো র'লে ঢেলে নেবে,
বিড়ঙ্গের গুঁড় এক দু' আনি,
পিঁপুল চূর্ণ চারি আনি,
মিশাল ক'রে খেলে পরে,
ক্রিমিরোগ শিগ্গির সারে। ১

খর্জ্জূর ক্কাথঃ।

ক্কাথং খর্জ্জূর পত্রাণাং সক্ষৌদ্র মুষিতং নিশি।
পীত্বা নিবারয়ত্যাশু ক্রিমিসঙ্ঘমশেষতঃ॥ ২

(অনুবাদ)

খেজুর পাতা দুই ভরি,
আধসের জলে সিদ্ধ করি,
আধপো থাক্‌তে নামিয়ে নাও,
বাসি ক'রে রেখে দাও।
মধুদিয়ে ঐ বাসি জল।
খেলে ক্রিমির শীঘ্র ফল। ২

পলাশযোগঃ।

পলাশবীজ স্বরসং পিবেদ্বা ক্ষৌদ্র সংযুতম্।
পিবেৎ তদ্বীজ কল্কং বা তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্॥ ৩

(অনুবাদ)

পলাশ বীজ বেটে খোলে,
কিম্বা ঐ রস আর মধু খেলে,
ক্রিমি সব নষ্ট হয়।
মুনিজনে ইহা কয়। ৩

মুষ্টিযোগ।

পারাসীয় যমানীপীতা পর্য্যুষিত বারিণাপ্রাতঃ
গুড়পূর্ব্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু। ১

(অনুবাদ)

সকালবেলা গুড় খেয়ে,
খোরাসানি যোয়ান গালে দিয়ে,
তা'র পর বাসি জল খাও,
ক্রিমি যদি সারা'তে চাও। ১

পারিভদ্রস্য পত্রোত্থং রসং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
কেবুকস্য রসংবাপি পত্তুরস্যাথ বা পুনঃ॥ ২

(অনুবাদ)

সাঞ্চি শাক রস রগ্ড়ে নিয়ে,
কেউ পাতার রস তাতে দিয়ে,
পাল্তে মাদারেরও পাতা আনি'
ক'রবে রস একটুখানি,
মধুর সহিত মিশিয়ে নিয়ে
সবগুলি খাও চুমুক দিয়ে,
ক্রিমি রোগ যাবে সেরে।
শিগ্গির এতে ফল ধরে॥২

লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিহর পরম্। ৩

(অনুবাদ)

দু' আনা ভ'র দিনে দু'বার
বিড়ঙ্গ চূর্ণ মধু আর,
সেবনে ক্রিমি নষ্ট হয়
বড় জোরে শাস্ত্রে কয়।৩

অপক্কং ক্রমুকং পিষ্টং পীতং জম্বীরজৈ রসৈঃ।
নিহন্তি বিড়্ভবং কীটং রসঃ খর্জ্জূর জন্তয়োঃ॥৪

(অনুবাদ)

বেটে নাও কাঁচা সুপারি।
গোঁড়া লেবুর রস তা'য় মিশাল করি'
সেবন কর ক্রিমি যাবে,
শিগ্‌গির শিগ্‌গির আরাম পাবে।
খেজুর পাতার রস লেবু দিয়ে
খেলে ক্রিমি যায় পড়িয়ে। ৪

পিবেৎ তুম্বীবীজচূর্ণং তক্রেণ ক্রিমি নাশনম্।৫

(অনুবাদ)

তিত্ লাউএর বীজের গুঁড়।
ঘোলের সহিত মিশাল কর,

সেবন কর ক্রিমি রোগ
শিগ্‌গির সারে এমনি যোগ। ৫

নারিকেল জলং পীতং সক্ষৌদ্রং ক্রিমি নাশনম্‌।৬

(অনুবাদ)

নারিকেলের জল মধু দিয়ে
খেলে ক্রিমি যায় পড়িয়ে। ৬

যমানীং লবণো পেতাং ভক্ষয়েৎ কল্য উত্থিতঃ।
অজীর্ণ মামবাতঞ্চ ক্রিমিজাংশ্চ জয়েদগাদান ॥৭

(অনুবাদ)

খোরসান যোয়ান সৈন্ধব নুনে
বেটে খেও ক্রিমি-অজীর্ণে।
সকাল বেলায় নিয়ম খাওয়া।
আমবাতেও যায় ফল পাওয়া॥ ৭

প্লীহ-যকৃদাধিকারঃ।

—:০:—

রোহিতকাদিঃ।

রোহিতকাভয়াক্কাথং কণাক্ষার সমন্বিতম্।
প্লীহ যকৃৎ প্রশান্ত্যর্থং পিবেৎ প্রাতর্যথা বলম্॥ ১

(অনুবাদ)

রোড়া, হতুকী এক এক ভরি,
নাওগে আগে ওজন করি'
আধ সের জলের শেষ আধ পোয়া
যবক্ষার, পিঁপুল চূর্ণ দিয়া
সকাল বেলা পান কর,
পীলে-যকৃতে উপকার বড়।১

——

শোভাঞ্জন ক্বাথঃ।

শোভাঞ্জনক নির্য্যূহং সৈন্ধবাগ্নি কণান্বিতম্।
প্লীহনি চৈব যকৃতি পিবেৎ সুধীর্যথাবলম্॥ ২

(অনুবাদ)

দু'ভরি সজিনার ছাল নিয়ে।
আধ সের জলে চাপিয়ে দিয়ে,

আধ পো থাকৃতে নামিয়ে নাও,
চিতা, পিঁপুল চূর্ণ তা'তে দাও।
দিন কতক খাও এই ক্বাথ,
পীলে-যকৃৎ হবে নিপাত ॥২

মুষ্টিযোগ।

তাল পুষ্পোদ্ভবঃ ক্ষারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ।১

(অনুবাদ)

তালজটা অন্তর্ধূমে
ভস্ম ক'রে ক'রবে ক্ষার,
পুরাতন গুড়ের সহিত সেবনে
প্লীহায় কাজ করে চমৎকার।১

চিত্রকস্য মূলং পিষ্টা কৃত্বা তু বটিকাত্রয়ম্।
কদলীপকমধ্যেন ভক্ষণাৎ প্লীহ নাশনম্ ॥ ২

(অনুবাদ)

চিতার মূল জ'লে বাটি'
এক এক রতি কর বটি,

কলায় পুরে এর তিন বড়ি'
খেলে যায় গো প্লীহা সারি। ২

গুড়ৈ শ্চিত্রক মূলং বা রজন্যর্কদলং তথা।
ধাতকী পুষ্প চূর্ণং বা প্রত্যেকং প্লীহ নাশনম্ ॥৩

(অনুবাদ)

আকন্দ গাছের পাকা পাতা,
হলুদ, ধাইফুল আর চিতা
পুরান গুড়ের সহিত ভক্ষণ কর
প্লীহায় উপকার হবে বড়। ৩

রসেন জম্বীর ফলস্য শঙ্খনাভি রজঃ পীতমশেষ মেব
কর্ষ প্রমাণং শময়েৎ সমূলং প্লীহাময়ংকূর্ম্ম সমানমাশু ॥৪

(অনুবাদ)

শঙ্খনাভির গুঁড় আধ তোলা
গোঁড়া লেবুর রসে হবে গোলা,
শিগ্‌গির প্লীহা সার্‌বে এতে ;
নিয়ম ক'রে দিনকতক খেতে ॥৪

লশুনং পিপ্পলীমূলম ভয়াঞ্চৈব ভক্ষয়েৎ।
পিবেদ্ গোমূত্র গণ্ডূষং প্লীহ রোগ নিবৃত্তয়ে ॥৫

(অনুবাদ)

রসুনের খোসা ছাড়িয়ে নাও,
পিঁপুলের মূল তা'তে দাও,
হত্তুকী সহ মিশিয়ে নিয়ে
পীলে হ'লে দাও খাওয়াইয়ে,
চোণা দিয়ে খেতে ব্যবস্থা কর।
প্লীহায় উপকার হবে বড়।৫

———

প্লীহজিৎ শরপুঙ্খায়াঃ কল্কস্তক্রেণ সেবিতঃ। ৫

(অনুবাদ)

শরপুঙ্খ বাটা আধভরি
আধপোয়া ঘোল এক করি,
প্লীহারোগে ব্যবস্থা কর,
শিগ্‌গির উপকার হবে বড়। ৬

———

টোটকা।

পলাশক্ষারের জলে ভাবনা দিয়ে
পিঁপুলের গুঁড় তায় মিশিয়ে,

অবস্থা বুঝে দাওগে খেতে,
প্লীহায় উপকার দু'দিন যেতে।
অগ্নি উদ্দীপক, রসায়ন,
গুল্মে খেতেও মুণি কন। ৭

কাল তিল আর সৈন্ধব নিয়ে,
যকৃতরোগে দাও খাওয়াইয়ে। ৮

প্লীহানং যকৃতং বৃদ্ধং মুত্রস্বেদৈরুপাচরেৎ। ৯

(অনুবাদ)

প্লীহা-যকৃৎ বড় হ'লে,
চোণার স্বেদে ফল মিলে। ৯

নাটা করঞ্জের মূলের ক্ষার
কাঁজির সহিত সাতবার
বস্ত্রপূত ক'রে নাও
বিট্‌নুন আর পিঁপুলের চূর্ণ তা'তে দাও।
প্রাতঃকালে পান ক'রবে।
পীলে যকৃত রোগ সারবে। ১০

পাণ্ডু-কামলা চিকিৎসা।

ফলত্রিকাদিঃ।

ফলত্রিকামৃতাবাসা-তিক্তাভূনিম্বনিম্বজঃ।
ক্বাথঃক্ষৌদ্রযুতো হন্যাৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্॥ ১

(অনুবাদ)

গুলঞ্চ, বাসক, হরিতকী,
নিমছাল, কটকি, আমলকী,
চিরাতা, বাসক মিশায়ে নাও,
সাতাশ কুঁচ এক ধান ওজন দাও;
মধুর সহিত পান কর,
পাণ্ডু-কামলায় উপকার বড়। ১

বাসাদিপাচনম্।

বাসামৃতা নিম্ব কিরাত কট্বী-কষায়কোঽয়ং
সমধুর্নিপীতঃ।
সকামলং পাণ্ডুমথাস্র পিত্তং হলীমকং হন্তি
কফাদি রোগান্॥ ২

(অনুবাদ)

গুলঞ্চ,—গাঁট বাদ দিয়ে,
বাসক, নিমছাল, চিরাতা নিয়ে,
আর কটকী তাতে নিও,
আটত্রিশ কুঁচ একধান ওজন দিও ;
মধুর সহিত কর পান।
পাণ্ডু, কামলা চ'লে যান। ২

মুষ্টিযোগ।

পাণ্ডুরোগে সদা সেব্যা সগুড়াচ হরিতকী। ৩

(অনুবাদ)

গুড়ের সহিত হত্তুকীর গুঁড়
পাণ্ডুরোগে ব্যবস্থা কর। ৩

সপ্তরাত্রংগবাং মূত্রে ভাবিতং বাপ্যয়োরজঃ।
পাণ্ডুরোগ প্রশান্ত্যর্থং পয়সার্থ পিবেন্নরঃ॥ ৪

(অনুবাদ)

গোমূত্রের ভাবনা লৌহ চূর
পাণ্ডুরোগ করে দূর।

সাত দিন চোণায় ভিজিয়ে নিও।
দুধের সহিত খেতে দিও। ৪

টোট্‌কা।

নিমছালের রস মধু দিয়ে
কামলা হ'লে ফেল খেয়ে। ৫

গোরক্ষচাকুলে আর তেউড়ী মূলে
চিনির সহিত মিশিয়ে খেলে,
কিম্বা গুড়ের সহিত শুন্ঠী সেবন,
কামলা রোগ হয় প্রশমন্। ৬

এরণ্ড তৈল আর দুধ মিশিয়ে
পাণ্ডুতে দাও জোলাপ দিয়ে। ৭

হর্ত্তুকী, আমলা, বয়ড়া নিয়ে
এগার আনা ওজন দিয়ে,

সন্ধ্যা বেলা ভিজিয়ে রাখ,
সকাল বেলা সে জল ছাঁক,
মধুর সহিত এই জল খেলে,
কামলা রোগে সুফল মেলে। ৮

গুলঞ্চর রস মধুর সহিত
কামলা রোগে ব্যবস্থা উচিত। ৯

দারু হরিদ্রা ভিজিয়ে রেখে দাও,
মধুর সহিত সে জল খাও। ১০

উদর চিকিৎসা।

—:০:—

পুনর্নবাদি পাচনম্।

পুনর্নবা দারুনিশা সতিক্তা পটোল পথ্যা পিচুমর্দ্দমুস্তা।
সনাগরচ্ছিন্ন রুহেতি সর্ব্বঃ কৃতঃ কষায়ো বিধিনা বিধিজ্ঞৈঃ॥

গোমূত্র যুগ গুগ্গুলুনা চ যুক্তঃ পীতঃ প্রভাতে
নিয়তং নরাণাম্।
সর্ব্বাঙ্গ শোথোদর কাস শূল শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং
নিহন্তি ১

(অনুবাদ)

মুতা, নিমছাল, শুঁঠ, কটকি,
দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, নতি, হর্ত্তুকী,
আর গুলঞ্চ গাঁট বাদ দিয়ে
একুশ রতি এক ধান ওজন নিয়ে,
চোণা আর গুগ্‌গুল দাও গে তা'তে
সকাল বেলা দাও পান করতে।
শোথ উদর শ্বাস পাণ্ডু রোগ,
আর কাস সারে এমনি যোগ। ১

পুনর্নবাষ্টক পাচনম্।

পুনর্নবা নিম্ব পটোল শুণ্ঠী তিক্তামৃতা দার্ব্বভয়া
কষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গ শোথোদর কাসশূল-শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং
নিহন্তি ॥ ২

(অনুবাদ)

নিম, পলতা, শুঁঠ, কটকি,
গুলঞ্চ, দেবদারু, হরিতকী,

আর নাও শ্বেত পুনর্নবা,
সিকি ভরি সব ওজন দেবা,
শোথ-উদর, শূল, পাণ্ডু, কাস,
শিগ গির শিগ্‌গির হয় নাশ। ২

মুষ্টিযোগ।

বাতোদরী পিবেত্তক্রং পিপ্পলীলবণান্বিতম্।
শর্করামরিচোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ॥
যমানী সৈন্ধবাজাজী ব্যোষযুক্তং কফোদরী।
ত্র্যূষণক্ষার লবণৈর্যুক্তং ত্রৈদোষিকোদরী॥ ৩

(অনুবাদ)

পিঁপুল সৈন্ধব এক ক'রে'
ঘোল খেতে দাও বাতোদরে।
পিত্তজ্বরে মরিচ চিনি,
নিয়ে খাও ঘোল কহেন মুণি।
কফোদরে সৈন্ধব-জীরা,
আর ক্ষানিকটা যোয়ান গুঁড়া,
ঘোলের সহিত মিশিয়ে খেলে,
দেহের ভার যায়—রুচি মেলে। ৩

অথ রক্তপিত্তাধিকার।

বাসকযোগঃ।

বৃষ পত্রাণি নিষ্পীড্য রসং সমধুশর্করম্।
পিবেত্তেন শমংযাতি রক্তপিত্তং সুদারুণম্॥ ১

(অনুবাদ)

বাসক পাতা রস নিঙারি,
ওজন কর দুই ভরি,
মধু চিনি তা'তে দাও,
রক্ত পিত্ত রোগী খাও। ১

বাসক ক্বাথঃ।

কেবলো বাসক ক্বাথঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রেণ নাশয়েৎ।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং শ্লেষ্মপিত্তজ্বরং তথা॥ ২

(অনুবাদ)

বাসকের ছাল দুই ভরি,
ওজন কর ভাল করি,
আধসের জল, আধপো শেষ,
মধু দিয়ে লাগ্‌বে বেশ।

ক্ষয় কাস, রক্তপিত্ত রোগ,
শিগ্‌গির সারে এমনি যোগ। ২

মুষ্টিযোগ।

সমাক্ষিকঃ ফল্গুফলোদ্ভবো বা পীতো রসঃ
শোণিতমাশুহন্তি। ৩

(অনুবাদ)

দু' ভরি গুঁড় যজ্ঞডুম্বুর,
মধু দিয়ে কর মধুর,
দিন দু' চারি খাও এ সত্ব,
সেরে যাবে রক্তপিত্ত। ৩

অভয়া মধু সংযুক্তা পাচনী দীপনীমতা।
শ্লেষ্মানং রক্তপিত্তঞ্চ হন্তি শূলাতিসারনুৎ॥ ৪

(অনুবাদ)

হরিতকী নাও মধুর সহিত,
রক্ত পিত্তে ব্যবস্থা উচিৎ।
অগ্নি হয়, অতিসার,
শ্লেষ্মা, শূলে হয় উপকার।

বাসক স্বরসে পথ্যা সপ্তধা পরিভাবিতা।
কৃষ্ণা বা মধুনা লীঢ়া রক্তপিত্তং দ্রুতং জয়েৎ॥ ৫

(অনুবাদ)

বাসক রসে হত্তুকীর গুঁড়,
সাতটি ভাবনা ব্যবহার কর।
পিঁপুল চূর্ণ মধু দাও,
রক্তপিত্তে চেটে খাও। ৫

লাক্ষাচূর্ণং সুকৃতং ক্ষৌদ্রাজ্য সমন্বিতং সকৃল্লীঢ়ম্।
শময়তি সোদ্ধত বমনং সরক্তপিত্তস্য সিদ্ধমিদম্। ৬

(অনুবাদ)

আধতোলা নাও লাক্ষার গুঁড়,
ঘি আর মধু মিশাল কর,
রক্ত পিত্ত সেরে যায়।
বমনাদি সমুদায়। ৬

ঘ্রাণ প্রবৃত্তেজলমাশুদেয়ং সশর্করং
নাসিকয়া পয়ো বা। ৭

(অনুবাদ)

দুধ আর চিনি মিশিয়ে নিয়ে,
কিম্বা চিনি জলে দিয়ে,

নাকের রক্তে নাক দিয়ে খাও,
ভাল যদি ক'রতে চাও। ৭

দ্রাক্ষারসং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্বাসর্শকরঞ্চেচক্ষুরসং
হিতং বা। ৮

(অনুবাদ)

কিসমিসের ক্বাথ গাওয়া ঘি,
নাকের রক্তে টানতে দি।
আকের রসে চিনি নিয়ে,
নাকের রক্তে টান নাক দিয়ে। ৮

নস্যং দাড়িমপুষ্পোত্থো রসো দূর্ব্বা ভবোঽথবা।
আম্রাস্থিজঃ পলাণ্ডোর্বা নাসিকাস্রুত রক্তজিৎ॥ ৯

(অনুবাদ)

দাড়িম পুষ্প, দূর্ব্বাঘাস্,
পলাণ্ডু, আমের আঁটির শাঁস,
এদের রসের টান্‌লে নস্য,
নাকের রক্ত সার অবশ্য। ৯

রসো দাড়িম পুষ্পস্থ দূর্ব্বারস সমন্বিতঃ
অলক্তকরসোপেতঃ পথ্যয়া বা সমন্বিতঃ ॥
যোজিতো নস্যতঃ ক্ষিপ্রং ত্রিদোষমপি দেহিনাম।
নাসা প্রবৃত্তং রক্তন্তু হন্যাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ১০

(অনুবাদ)

দাড়িম ফলের রস নাও,
দূর্ব্বার রস তা'তে দাও,
আলতার জল মিশিয়ে নিয়ে,
ভাল ক'রে টান নাক দিয়ে।
কিম্বা—আলতার জল রেখে দাও,
হত্তুকীর জল মিশিয়ে নাও।
নাক দিয়ে যার রক্ত পড়ে,
টান সে এ যোগ ভাল ক'রে ॥ ১০

নাসাপ্রবৃত্ত রুধিরং ঘৃত ভৃষ্টংশ্লক্ষ্ণ পিষ্টামামলকম্।
সেতুরিব তোয়বেগং রুণদ্ধি মূর্দ্ধি প্রলেপেন ॥ ১১

(অনুবাদ)

আমলকীর গুঁড় ভেজে ঘিয়ে
মাথায় দাও প্রলেপ দিয়ে।
নাক দিয়ে যা'র রক্ত পড়ে
এতেই তা'র সুফল ধরে ॥ ১১

অথ যক্ষ্ম-চিকিৎসা।

——ঃ০ঃ——

অশ্বগন্ধাদিঃ।

অশ্বগন্ধামৃতাভীরু-দশমূলী বলাবৃষা।
পুষ্করাতিবিষে ঘ্নতিক্ষয়ং ক্ষীররসাশিনঃ। ১

(অনুবাদ)

গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী,
দশমূল বেড়েলা, কুড় তুলি'
বাসক, আতইচ মিশিয়ে নাও,
এগার রতি একধান ওজন দাও,
আধসের জল তা'র শেষ আধপোয়া,
ছ'বারে খাও চুমুক দিয়া।
ক্ষয়গ্রস্থ রোগী পান কর।
দিনে দিনে সুফল বড়॥ ১

ত্রয়োদশাঙ্গম্।

ধন্যাক পিপ্পলী বিশ্ব-দশমূলী জলং পিবেৎ।
পার্শ্বশূল জ্বরশ্বাস-পীনসাদি নিবৃত্তয়ে॥ ২

(অনুবাদ)

ধনে, পিঁপুল, শুঁঠ, দশমূল,
চৌদ্দ রতি দুই ধান কর তুল,

আধ সের জলের শেষ আধ পোয়া,
দু'বারে খাও চুমুক দিয়া,
জ্বর, শ্বাস আর পার্শ্বশূল
ঘোচে পীনসাদির মূল ॥ ২

মুষ্টি যোগ।

ঘৃতকুসুমরসলীঢ়ং ক্ষয়ং নয়তি গজবলামূলম্। ৩

(অনুবাদ)

গোরক্ষ চাকুলের মূল বেটে নিয়ে
ঘি আর মধু তা'য় মিশিয়ে,
কিম্বা—কাকজঙ্ঘার মূল দুধে বাট।
যক্ষ্মা রোগে কেবল চাট ॥ ৩

শর্করা মধু সংযুক্তং নবনীতং লিহন ক্ষয়ী।
ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টিমতুল্যো চাজ্যমাক্ষিকে ॥৪

(অনুবাদ)

মধু আর নাও চিনি
তা'তে দাও খানিক ননী
অথবা— দুধ ঘি আর মধু নিয়ে
ক্ষয়ের রোগী খাও মিশা'য়ে।

শরীর পুষ্ট এতে হয়।
আয়ুর্ব্বেদে ইহা কয়॥ ৪

অলক্তক রসৈঃ ক্ষৌদ্রং রক্তবান্তিহরং পরম্। ৫

(অনুবাদ)

আলতার রসে মধু দিয়ে
ক্ষয়ের রোগী খাও চাটিয়ে।
রক্তবমন সারবে এতে।
দিন কতক হ'বে খেতে॥ ৫

যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সম্যক ক্ষীর প্রপেষিতম্।
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দ্দি নাশনম্॥ ৬

(অনবাদ)

যষ্টিমধু আর রক্তচন্দন
ভালরূপে কর পেষণ,
অল্প আগুণে জ্বাল দাও,
রক্ত বমিতে ইহা খাও। ৬

পারাবত কপি চ্ছাগ কুরঙ্গাণাং পৃথক্ পৃথক্।
মাংস চূর্ণ মজাক্ষীরৈঃ পীতং ক্ষয়হরং পরম্॥ ৩

(অনুবাদ)

পায়রা, হরিণ, ছাগ বা বানর,
এদের মাংস ভেজে চূর্ণ কর,
ছাগ দুগ্ধ সহ খেতে দাও,
ক্ষয় রোগ ভাল ক'রতে চাও। ৭

ছাগমাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সর্শকরম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যেতু যক্ষ্মণুৎ॥ ৮

(অনুবাদ)

ছাগলের দুধ রোজ খেয়ে,
ছাগল নিয়ে সদা শুয়ে,
ছাগ সেবা, ছাগ দুগ্ধ পানে
যক্ষ্মা রোগে সুফল আনে।
ছাগলের দুধে চিনি দিয়ে
যক্ষ্মা রোগী খাও মিশিয়ে। ৮

অথ কাস চিকিৎসা

—————ঃ০ঃ—————

পঞ্চমূলী ক্বাথ।

পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্বাথঃ পিপ্পলী চূর্ণ সংযুতঃ।
রসান্ন মশ্নতো নিত্যং বাতকা সমুদস্যতি ॥ ১

(অনুবাদ)

বেল, শোনা, গাম্ভারী,
পারুল ছাল আর গণিয়ারি
আটত্রিশ কুঁচ এক ধান
কর সবার পরিমাণ
জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া,
দু' বারে খাও চুমুক দিয়া,
মিশিয়ে নাওগে পিঁপুলের গুঁড়,
বাতিক-কাসে উপকার বড়। ১

———————

বলাদিঃ।

বলাদ্বিবৃহতী বাসা-দ্রাক্ষাভিঃক্কথিতং জলম্।
পিত্তকাসাপহংপেয়ং শর্করা মধু যোজিতম ॥ ২

(অনুবাদ)

বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারি,
বাসক, কিসমিস মিশাল করি,
আটত্রিশ কুঁচ এক ধান,
এক একটির পরিমাণ,

আধসের জল তা'র আধ পো' রাখ,
ভাল ন্যাকড়া দিয়ে ছাঁক,
চিনি মধুসহ খাও এই ক্বাথ,
পিত্ত-কাস হ'বে নিপাত। ২

বাসাদিঃ।

বাসাক্ষুদ্রামৃতা ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহা।
কাসঘ্নঃ পিপ্পলীচূর্ণ-যুক্তঃ ক্ষুদ্রশ্বাসংতথা॥ ৩

(অনুবাদ)

বাসক, গুলঞ্চ, কণ্টকারি,
এক একটি চৌষট্টি কুঁচ ওজন করি,
আধসের জলের আধপোয়া রেখে,
পিঁপুল মিশাও, ভাল ছেঁকে।
মধুও একটু মিশিয়ে নিও।
জ্বর-কাস, ক্ষুদ্র-শ্বাসে খেও। ৩

পঞ্চকোলম্।

পঞ্চকোলৈঃ শৃতংক্ষীরং কফঘ্নংলঘু শস্যতে।
শ্বাস কাস জ্বরং হরং বল বর্ণাগ্নি বর্দ্ধনম্॥ ৪

শুঁঠ, চৈ, চিতা, পিঁপুলমূল,
আর মিশিয়ে নাও পিঁপুল,
আটত্রিশ কুঁচ আর এক ধান দিয়ে,
ওজন কর এক একটি নিয়ে,
দুধের সহিত পাক কর,
খাও জ্বর, কাসে—উপকার বড়।
বল-বর্ণ অগ্নি হয়,
দুধ খেও শেষে শাস্ত্র কয়। ৪

শৃঙ্গাদিঃ।

শঠী শৃঙ্গী কণাভার্গী গুড় বারিদ শাসকৈঃ।
সতৈলৈর্ব্বাত কাসোঘ্না লেহোহয়ম পরাজিতঃ॥ ৫

(অনুবাদ)

কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল, শঠী,
দুরালভা, মুতা, বামুনহাটি,
সমান ভাগে সকল গুঁড়,
পুরাণ গুড়ে মর্দ্দন কর।
সরষের তেলে মিশিয়ে নাও,
বাত জন্য কাসে এযোগ খাও। ৫

মুষ্টিযোগঃ।

পিত্তকাসে তনুকফে ত্রিবৃতাং মধুরৈর্যুতাম।
দত্থাদ্ ঘন কফে তিক্তৈ বিরেকার্থং যুতাং ভিষক ॥ ৬

(অনুবাদ)

পিত্ত জন্য কাস যা'র
মিশ্রী কিম্বা চিনির সার,
তেউড়ীর কাথ বা ক'রে গুঁড়
খেয়ে ফেল্লে উপকার বড়।
গাঢ় কফ হয় যখন,
তেত জিনিসের রস তখন
তেউড়ীর কাথে মিশিয়ে খাও
কিম্বা তেউড়ীর গুঁড় নাও। ৬

মধুরৈর্জাঙ্গল রসৈঃ শ্যামাক যব কোদ্রবাঃ।
মুদ্গাদিযূষৈঃশাকৈশ্চ তিক্তকৈ র্মাত্রয়াহিতাঃ ॥ ৭

(অনুবাদ)

পিত্ত জন্য কাসে
জাঙ্গল প্রাণীর মাংস রসে,
মুগ প্রভৃতির যূষ নিয়ে,
তেত তেতশাক বাছিয়ে—
ভাল ধানের চাল ব্যবহার কর,
এরূপ পথ্যে হিত বড়। ৭

দ্রাক্ষা মধুক খর্জ্জূরং পিপ্পলী মরিচান্বিতম্।
পিত্তকাস হরংহেত লিহ্যান্মাক্ষিকসর্পিষা॥ ৮

(অনুবাদ)

যষ্টীমধু, পিণ্ড খেজুর,
পিঁপুল, মরিচ কর চূর,
কিসমিস সমান ভাগে নাও,
ঘি আর মধু তা'তে মিশাও,
পিত্তকাস এতে নষ্ট,
খেতেও ইহা নাইক কষ্ট। ৮

পার্শ্বশূলে জ্বরে শ্বাসে কাসে শ্লেষ্ম সমুদ্ভবে।
পিপ্পলীচূর্ণং সংযুক্তং দশমূলীজলং পিবেৎ॥ ৯

(অনুবাদ)

দশমূলের কাথে পিঁপুল দিয়ে,
খেলে কাসরোগ যায় সারিয়ে।
জ্বর, শ্বাস আর পার্শ্ববেদনা,
এ খেলে যায় সব যাতনা। ৯

স্বরসঃ শৃঙ্গবেরস্য মাক্ষিকেণ সমন্বিতম্।
পায়য়েচ্ছ্বাস কাসঘ্নং প্রতিশ্যায় কফাপহম্॥ ১০

(অনুবাদ)

মধুসহ আদার রসে,
উপকার হয় শ্বাস কাসে।
মুখ নাক দিয়ে জলস্রাব,
এ খেলে যায় সে সব ভাব। ১০

কণ্টকারী কৃতঃ কাথঃ সকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা। ১১

(অনুবাদ)

পিঁপুল চূর্ণ কণ্টকারীর কাথ
সব রকম কাস হয় নিপাত। ১১

বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎ পরিবেষ্টিতম্।
স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাস্য বিধারিতৎ॥ ১২

(অনুবাদ)

আস্ত বওড়া ঘিয়ে মাখা
গোবর দিয়ে ক'রবে ঢাকা,
ঘুটের আগুণে সিদ্ধ কর,
বীজ ফেলে মুখের ভিতর ধর;

দু' একদিনে কাস রোগ,
সেরে যাবে ভাল যোগ। ১২

বাসায়াঃ স্বরসংপুতং কণামাক্ষিক সংযুতম্।
অভ্যাসান্মুচ্যতে পীত্বাপ্যসাধ্যাৎ কাস
রোগতঃ॥ ১৩

(অনুবাদ)

বাসকের রস দুই ভরি,
পিঁপুলের গুঁড় এক করি'
মধুর সহিত রোজ খেলে,
কাসরোগ যায় শিগ্‌গির ফেলে। ১৩

সমূলং চিত্রকঞ্চৈব পিপ্পলী চূর্ণকং হরেৎ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মধুযুক্তং দ্বিজোত্তম॥ ১৪

(অনুবাদ)

শুক্‌না মূলা, চিতামূল,
সমান ভাগে নাও পিঁপুল,
এদের গুঁড়য় হিক্কা-কাস,
আর শ্বাস রোগের হয় নাশ। ১৪

তদ্বৎ ক্রব্যাদজং মাসং কৌলিঙ্গং মাংসমেবচ।
অসাধ্যানুচ্যতে ভুক্ত্বা কাসাদভ্যাস যোগতঃ॥ ১৫

(অনুবাদ)

শ্যেন, ফিঙ্গা পাখীর মাস,
রোজ রোজ খেলে কাসের নাশ। ১৫

মুস্তকং পিপ্পলী দ্রাক্ষা সুপক্কং বৃহতীফলম্।
ঘৃত ক্ষৌদ্রযুতোলেহঃ ক্ষয়কাস নিবর্হণঃ॥ ১৬

(অনুবাদ)

পাকা বৃহতীর ফল শেঁতো,
পিঁপুল, কিসমিস আর মুতো;
ঘি, মধু দিয়ে সমান করি'
খাও,—ক্ষয় কাস যা'বে সারি'। ১৬

তিন্তিড়ী পত্রজঃ ক্বাথো হিঙ্গু সৈন্ধব সংযুতঃ।
দুষ্টকাসং জয়ত্যাশু তৃণবৃন্দ মিবা নলঃ॥ ১৭

(অনুবাদ)

তেঁতুল গাছের পাতার ক্বাথ
হিং সৈন্ধবে কাস নিপাত। ১৭

অথ হিক্কাশ্বাসাধিকারঃ।

রাস্নাদিঃ।

রাস্না দশমূলী শঠী পিপ্পলী বিশ্ব পৌষ্করৈঃ।
শৃঙ্গীতামলকী ভার্গী গুড়ূচী নাগরাগ্নিভিঃ।
শ্বাস হৃদগ্রহ পার্শ্বার্ত্তি হিক্কা কাস প্রশান্তয়ো।১

(অনুবাদ)

কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিঁপুল,
ভুঁই আমলকী, দশমূল,
রাস্না,, শঠী, কুড়, মুতা,
বামনহাটি, গুলঞ্চ, চিতা
ন' রতি ওজন ক'রে নাও,
আধ সের জলে চাপিয়ে দাও,
আধ পো থাকতে নামিয়ে নিয়ে
শ্বাস, কাস, হিক্কায় খাও বুঝিয়ে।
"রাস্নাদি" নাম এর হয়।
পার্শ্ব শূল হৃদ্রোগ নষ্ট হয়। ১

নাগর ক্বাথঃ।

নাগরং বা পিবেদুষ্ণং কষায়ঞ্চাগ্নি বর্দ্ধনম্।
কাস শ্বাসানিল হরং শূল হৃদ্রোগ নাশনম্॥২

(অনুবাদ)

শুঁঠের গুঁড় দুই ভরি
আধ সের জলের আধপোয়া করি'
পান করগে গরম গরম
শ্বাস, কাস শূল পড়বে নরম ।২

বিল্বাদিঃ।

বিল্বাটরূষদল বারি সমূল শুক্ল দণ্ডোৎ-পলোৎপল
জলং কটু তৈল মিশ্রম্।
ভার্গী গুড়ো যদিচ তত্র হত প্রভাবস্তং শ্বাসমাশু
বিনিহন্তি মহা প্রভাবম্ ॥
বিল্ব বাসকয়োঃ পত্রস্য শুক্ল দণ্ডোৎপল পত্রস্যচ
স্বরসঃ কটু তৈলেন পেয়ঃ ॥৩

(অনুবাদ)

বিল্ব, বাসক, শ্বেত থুলকুড়ি,
উৎপলের রস এক করি,
সর্ষের তেলে খায় মিশিয়ে,
শ্বাশের কষ্ট যায় চলিয়ে। ৩

হরিদ্রাদিঃ।

হরিদ্রাং মরিচং দ্রাক্ষা গুড়ং রাস্নাং কণাং শঠীম্।
জহ্যাৎ তৈলেন বিলিহন শ্বাসান্ প্রাণহরানপি॥ ৪

(অনুবাদ)

হলুদ, মরিচ, পুরান গুড়,
রাস্না, শঠী, পিঁপুল চূর,
আর কিসমিস সমান নিয়ে,
সরষের তেলে নাও বাটিয়ে,
লেহন কর অবিরত,
শ্বাসের কষ্ট ঘুচবে যত। ৪

পিপ্পল্যাদিঃ।

কৃষ্ণামলক শুণ্ঠীনাং চূর্ণ মধুসিতা ঘৃতম্।
মুহুর্মুহু প্রয়োক্তব্যং হিক্কাশ্বাস নিবর্হণম্॥
হিক্কাং হরতি প্রবলাং শ্বাসমতি প্রবৃদ্ধং জয়তি।
শিখিপুচ্ছ ভস্ম পিপ্পলী চূর্ণং মধু মিশ্রিতং
লীঢ়ম্॥ ৫

(অনুবাদ)

পিঁপুল, আমলকী, শুঁঠের গুঁড়,
ঘি. চিনি. মধু, মিশাল কর,

যদি খাও বারম্বার,
হিক্কার হবে প্রতিকার।
ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম পিঁপুল চূর,
মধুর সহ হিক্কা দূর।
শ্বাসও যদি হয় প্রবল,
খেলে তখনি পাবে সুফল। ৫

মুষ্টিযোগ।

কোল মজ্জাঞ্জনং লাজা তিক্তাকাঞ্চন গৈরিকম্।
কৃষ্ণাধাত্রী সিতাশুণ্ঠী কাশীশং দধিনামচ॥
পাটল্যাঃ সফলং পুষ্পং কৃষ্ণা খর্জ্জুর মস্তকম্।
ষড়েতে পাদিকালেহা হিক্কান্না মধু সংযুতাঃ॥ ৬

(অনুবাদ)

ক। কুলের আঁটির শাঁস সৌবীরাঞ্জন,
মধু আর নাও খ'য়ের চূরণ,
হিক্কারোগে উপকারী,
যখন তখন ব্যবস্থা এরি।

খ। স্বর্ণ গেরিমাটি আর কটকির গুঁড়,
মধুর সহিত মিশাল কর,
হিক্কারোগে এও ব্যবস্থা,
বিবেচনা ক'রে অবস্থা।

গ। আমলকী, পিঁপুল, শুঁঠের গুঁড়,
চিনি, মধুসহ উপকার বড়।
হিক্কা যখন হয় প্রবল,
এটি দিলেও পা'বে সুফল।

ঘ। কদবেলের শাঁস, হিরাকস,
মধুসহ খেলে হিক্কা বশ।

ঙ। পারুল গাছের ফল ফুল মধু,
হিক্কায় খেলে উপকার শুধু।

চ। পিঁপুল, মধু, খেজুর মাতি,
হিক্কারোগে ফল অতি। ৬

মধুকং মধুসংযুক্তং পিপ্পলী শর্করান্বিতা।
নাগরং গুড়সংযুক্তং হিক্কাঘ্নং নাবনত্রয়ম॥ ৭

(অনুবাদ)

যষ্টীমধু, মধু দিয়ে,
পিঁপুল চূর্ণ, চিনি নিয়ে,
শুঁঠের গুঁড় আকের গুড়ে,
নস্যে হিক্কার উপকার করে। ৭

স্তন্যেন মক্ষিকাবিষ্ঠা নস্যং বালক্তকাম্বুনা।
যোজ্যং হিক্কাভিভূতায় স্তন্যং বা চন্দনান্বিতম্॥ ৮

(অনুবাদ)

মাছির বিষ্ঠা, দুগ্ধ স্তন্য,
এর নস্যে হিক্কা শূন্য।
মাছির বিষ্ঠা আলতার জল,
নস্য ক'রলে হিক্কায় ফল।
স্তন্যদুগ্ধে রক্তচন্দন,
ঘ'সে নস্য কর গ্রহণ।
হিক্কারোগে উপকার,
আয়ূর্ব্বেদের এ প্রচার।

অপ্যসাধ্যাং নয়ত্যস্তং হিক্কাং ক্ষৌদ্রাবলেহনম্।
সদ্য এব মহাযোগঃ কাশ মূল ভবং রজঃ॥ ৯

(অনুবাদ)

কেশের মূল চূর্ণ মধু মেড়ে,
খেলে যায় গো হিক্কা সেরে। ৯

মাষচূ ভিষো ধূম হিক্কাং হন্তি ন সংশয়ঃ।
অসাধ্যং সাধয়েদ্ধিক্কাং সিতয়ৈলাভবং রজঃ॥ ১০

(অনুবাদ)

মাষকলাই চূর্ণের ধূম নাও,
ছোট এলাচের গুঁড়ো চিনি মিশাও ;
ভক্ষণ কর প্রতিদিন,
হিক্কারোগ হবে লীন। ১০

শর্করা মরিচং চূর্ণং লীঢ় মধুযুতং মুহুঃ।
নিহন্তি প্রবলাং হিক্কামসাধ্যামপি দেহিনাম্॥ ১১

(অনুবাদ)

চিনি আর মরিচের গুঁড়ো,
মধুর সহিত মিশাল কর ;
খেতে দাও হিক্কারোগে,
হিক্কা সারে এই যোগে। ১১

হিক্কাঘ্নঃ কদলী মূল রসঃ পেয় সশর্করঃ।১২

(অনুবাদ)

কদলী মূলের রস মধুর সহিত,
হিক্কা রোগে ব্যবস্থা উচিত॥ ১২

অভয়া নাগর কল্কং পৌষ্কর বাবশৃক মরিচ কল্কং বা।
তোয়েনোষ্ণেন পিবেচ্ছ্বাসী হিকিচ তচ্ছান্তৈ ॥ ১৩

(অনুবাদ)

হর্তুকী শুঁঠ গরম জলে,
বেটে খাও হিক্কা শ্বাস হ'লে।
কুড়, মরিচ, যবক্ষার,
গরম জলে বাটিয়ার।
এতেও উপকার হয় জানি
হিক্কা আর শ্বাস যখনি ॥ ১৩

কর্ষং কলিঙ্গ চূর্ণং লীঢ়ং চাত্যন্ত মিশ্রিতং মধুনা।
অচিরাদ্ধরতি শ্বাসং প্রবলামুর্দ্ধ হিকাঞ্চৈব ॥১৪

(অনুবাদ)

আধ তোলা ইন্দ্রযবের গুঁড়ো,
মধু দিয়ে মিশিয়ে মাড়,
সব টুকু ফেল খেয়ে,
হিক্কা-শ্বাস যায় পালিয়ে ॥১৪

গুড়ং কটু তৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ।
ত্রিসপ্তাহ প্রয়োগেন শ্বাসং নির্ম্মূলতো জয়েৎ ॥ ১৫

(অনুবাদ)

সর্ষপ তৈল গুড় পুরাতন,
সমান ভাগে কর লেহন।
এরূপ করলে একুশ দিন।
শ্বাসের কষ্ট হয় বিলীন ॥১৫

কুষ্মাণ্ডকানাং চূর্ণন্তু পেয়ং কোষ্ণেন বারিনা।
শীঘ্রং প্রশময়েচ্ছ্বাসং কাসচৈব সুদারুণং ॥১৬

(অনুবাদ)

দিশি কুমড়োর শাঁসের গুঁড়ো
গরম জলে পান কর।
যত কষ্ট হোক না কেন
শ্বাস, কাস যাবে নিশ্চয় জেন ॥১৬

কৃষ্ণা সৈন্ধব চূর্ণং স্বরসেন শৃঙ্গবেরস্য।
যো লেহি শয়নকালে সজয়তি সপ্তাহতঃ শ্বাসান ॥১৭

(অনুবাদ)

আদার রস আর সৈন্ধব লবণ,
তাতে দিয়ে পিঁপুল চূরণ,
সাত দিন খাও শয়নকালে,
শ্বাসের কষ্ট যাবে চলে ॥ ১৭

অথ স্বরভেদ চিকিৎসা।

বদরী পত্র কল্কং বা ঘৃত ভৃষ্টং সসৈন্ধবম্।
স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহমেনং প্রয়োজয়েৎ ॥১

(অনুবাদ)

কুলের পাতা সৈন্ধব লবণ,
ঘিয়ে ভেজে কর সেবন।
স্বরভঙ্গঃ সদ্যঃ হরে,
কাস রোগে সুফল ধরে ॥১

অজমোদাং নিশাং ধাত্রীং ক্ষারং বহ্নিং বিচূর্ণয়েৎ।
মধু সর্পির্যুতং লীঢ়া স্বরভেদমপোহতি ॥ ২

(অনুবাদ)

হলুদ, আমলা, যবক্ষার,
বন জোয়ান, চিতা, আর,
মেড়ে খাও ঘি মধু দিয়ে,
স্বরভঙ্গ যায় সারিয়ে ॥২

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্ব ভেষজং।
পিবেন্মূত্রেন মতিমান্ কফজে স্বরসংক্ষয়ে ॥৩

(অনুবাদ)

শুঁঠ, মরিচ, পিঁপুল মূল,
চূর্ণ কর আর পিঁপুল,
সমান ভাগে সবটি নাও,
গোমূত্রে মেড়ে খাও।
শ্লেষ্মায় স্বরভঙ্গ হয় যদি,
এটি তার মহৌষধি ॥৩

অথ রোচকাধিকারঃ।

রসালা।

অর্দ্ধাঢ়কং সুচিরপর্য্যুষিতস্য দধ্ন খণ্ডস্য
ষোড়শ পলানি শশিপ্রভস্য।
সর্পি পলং মধুপলং মরিচং দ্বিকর্ষং শুণ্ঠ্যা
পলার্দ্ধাপি চার্দ্ধপলং চতুর্ণম্ ॥
শুক্লোপলে ললনয়া মৃদু পাণি ঘৃষ্টা কর্পূর চূর্ণ
সুরভিকৃত ভাণ্ড সংস্থা।
এষা বৃকোদর কৃতা সুরসা রসালা আস্বাদিতা
ভগবতা মধুসূদনেন ॥
রসালা বৃংহনী বৃষ্যা স্নিগ্ধা বল্যা রুচিপ্রদা।
ততঃ খাদেৎ অত্র দগ্নো ন দৈগুণ্যমিতি কেচিৎ ॥১

(অনুবাদ)

দই আটসের, চিনি সিকি,
দইয়ের সমান মধু ঘি,
চার তোলা মরিচ, শুঁঠের গুঁড়ো,
দার্‌চিনি একতোলা মিশাল কর।
ছোট এলাচের খোসা ছাড়ি,
তেজপাতা নাগেশ্বর সব এক করি।
কর্পূর দিয়ে রেখে ভাঁড়ে,
রোজ রোজ খাও একটু করে। ১

অম্লিকা গুড়তোয়ঞ্চ ত্বগেলামরিচান্বিতম্।
অভক্তচ্ছন্দরোগেষু শস্তং কবড়ধারণম্॥ ২

(অনুবাদ)

তেঁতুল আর গুড় মিশান জলে,
দার্‌চিনি, এলাচ, মরিচ গুলে;
কবল কর উপকার হবে,
অরুচি প্রবল দেখবে যবে। ২

বিটচূর্ণমধুসংযুক্তো রসো দাড়িমসম্ভবঃ।
অসাধ্যামপি সংহন্যাদরুচিং বক্ত্রধারিতঃ॥ ৩

(অনুবাদ)

বিটলবণ, মধু, দাড়িম রসে,
মিশিয়ে কবল কর ক'সে,

অসাধ্য অরুচি দূরে যাবে,
হাতে হাতে ফল পাবে। ৩

কারব্যজাজী মরিচং দ্রাক্ষা, বৃক্ষাম্লদাড়িমম্।
সৌবচ্চলং গুড় ক্ষৌদ্রং সর্ব্বারোচক নাশনম্॥ ৪

(অনুবাদ)

জীরা, মরিচ, আমরুল,
দ্রাক্ষা দাড়িম কর তুল;
কৃষ্ণজীরা, সচল লবণ,
গুড় মধু দিয়ে কর মর্দ্দন।
মিশিয়ে মুখে ধারণ কর,
অরুচিতে উপকার বড়। ৪

কুষ্ঠং সৌবর্চ্চলাজাজী, শর্করা মরিচম্ বিড়ম্।
ধাত্র্যেলা পদ্মকোশীর পিপ্পলী চন্দনোৎপলম্॥
লোধ্রং তেজোবতী পথ্যা ত্র্যষণং সযবাগ্রজম্।
আর্দ্রদাড়িম নির্য্যাসশ্চাজাজী শর্করা তথা॥
সতৈলামাক্ষিকাস্তেতে চত্বারঃ কবড়গ্রহাঃ।
চতুরোঽরোচকান হন্যুর্বাতাদ্যেকজ সর্ব্বজান॥ ৫

(অনুবাদ)

কুড়, সচল জীরা, মরিচ, চিনি,
আর বিটনুন সমান আনি।

কিম্বা—আমলকী, এলাচ, বেণার মূল,
নীলোৎপল পদ্মকাষ্ঠ পিঁপুল।
আর তাতে দাও শ্বেত চন্দন,
তেল মধু দিয়ে কর ধারণ।
কিম্বা—লোধ, চৈ, শুঁঠ. হরিতকী,
যবক্ষার, পিঁপুল, মরিচ কাঁকি।
কিম্বা—রুচি দাড়িমের রস, জীরা, চিনি,
ভাল দেখে সকল আনি।
মধু তৈলে মিশিয়ে নিয়ে,
অরুচিতে মুখে দাওগে দিয়ে। ৫

———

অথ চ্ছর্দ্দি চিকিৎসা।

(বমি)

———

গুড়ূচ্যাদি।

গুড়ূচী ত্রিফলানিম্ব পটোলৈঃ কথিতংজলম্।
পিবেন্মধুযুতং তেন চ্ছর্দ্দিনশতিপিত্তজা॥ ১

(অনুবাদ)

গুলঞ্চ, বহেড়া, আমলকী,
নিমছাল, পলতা, হরিতকী,

চৌত্রিশ কুঁচ ক'রে ওজন,
আধসের জলের আধপোয়া যখন,
নামিয়ে নিয়ে মধুর সহ,
পিত্তজ বমিতে খেতে দেহ। ১

আম্রাস্থ্যাদি।

আম্রাস্থি বিল্ব নির্য্যূহঃ পীতঃ সমধু শর্করঃ।
নিহন্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্॥ ২

(অনুবাদ)

বেলশুঁঠ আর আমের আঁটি,
এক এক ভরি এক একটি,
ক্বাথ করগে আধসের জলের,
আধপো থাক্‌তে নামাও এর,
মধু, চিনি দিয়ে পান কর,
বমি ও অতীসারে উপকার বড়। ২

জম্বাম্র পল্লবশৃতং লাজ রজঃ সংযুতম্ শীতম্।
শময়তি মধুনাযুতং বমিমতীসার তৃষামূল্রাম॥ ৩

(অনুবাদ)

জামের পাতা এক ভরি,
আমের পাতাও ঐরূপ ধরি,

আধসের জলে চাপিয়ে দিয়ে,
আধপো থাক্‌তে নামিয়ে নিয়ে,
ঠাণ্ডা হ'লে খইএর গুঁড়,
মিশিয়ে বমিতে পান কর।
অতীসারের উগ্র পিয়াস,
তা'রও এতে হয় গো বিনাশ। ৩

মুষ্টিযোগ।

হরিতকীনাং চূর্ণন্তু লিহ্যান্মাক্ষিক সংযুতম্।
অধোভাগী কৃতে দোষে ছর্দ্দিঃ ক্ষিপ্র নিবর্ত্তনে ॥৪

(অনুবাদ)

হত্তুকীর গুঁড় মধুর সহ
ক'রলে পরে অবলেহ,
দাস্ত খানিক আগে হয়,
বমি যায় তা'য়, শাস্ত্র কয়।৪

চন্দনেনাক্ষ মাত্রেণ সংযোজ্যামলকী রসম্।
পিবেন্মাক্ষিক সংযুক্তং ছর্দ্দিস্তেন নিবর্ত্ততে ॥৫

(অনুবাদ)

দু'তোলা আমলকীর রসে
আধ তোলা শ্বেত চন্দন ঘ'সে,
মধু দিয়ে সেবন কর,
বমির উপকার এতে বড়।৫

কাথঃ পর্পটজঃ পীতঃ সক্ষৌদ্র শ্ছর্দ্দি নাশনঃ। ৬

(অনুবাদ)

ক্ষেতপাপড়া আধসের জল,
আধ পোয়া থাক্‌তে কর শীতল,
মধু একটু মিশিয়ে নাও,
বমির সময় খেতে দাও। ৬

কষায়ো ভৃষ্ট মুদ্গস্য সলাজ মধু শর্করঃ।
ছর্দ্দ্যতীসার তৃড়্ দাহ জ্বরঘ্ন সং প্রকাশিতঃ॥ ৭

(অনুবাদ)

ভাজা মুগের কাথ কর,
তা'তে দাও কিছু খইয়ের গুঁড়,
মিশিয়ে নাও তা'তে মধু চিনি,
বমি অতীসার যা'বে জানি।
পিপাসা, দাহ, জ্বরের কষ্ট,
এসবও হয় এতে নষ্ট। ৭

লাজা কপিত্থমধুমাগধি কোষণানাংক্ষৌদ্রাভয়া
ত্রিকুট ধান্যক জীরকাণাম।
পথ্যামৃতা মরিচমাক্ষিক পিপ্পলীনাং লেহাস্ত্রয়ঃ
সকল বম্যরুচি প্রশান্ত্যৈ॥ ৮

(অনুবাদ)

কয়েতবেলের শাঁস, খইয়ের গুঁড়,
পিঁপুল, মরিচ চূর্ণ কর।
মধুর সহিত কর লেহন,
বমি অরুচির যাবে বেদন।
হত্তুকী, মরিচ, পিঁপুল, মধু,
শুঁঠ, ধনে আর জীরা শুধু,
কিম্বা—মরিচ, মধু, হরিতকী,
গুলঞ্চ, পিঁপুল কর ফাঁকি,
মিশিয়ে নিয়ে লেহন কর,
বমি অরুচির উপকার বড়। ৮

জাতীরসঃ কপিথস্য পিপ্পলী মরিচান্বিতঃ
ক্ষৌদ্রেণযুক্তং শময়েল্লেহোঽয়ং ছর্দ্দিমুল্বণম্ ॥
"অত্র জাতী আমলকী।" ৯

(অনুবাদ)

একতোলা কয়েতবেলের শাঁস তুলে,
একতোলা আমলকীর রস গুলে,
পিঁপুল মরিচের কিছু গুঁড়,
মধু দিয়ে সব মিশাল কর।
সেবন কর্‌লে এই যোগ,
শীঘ্র সারে বমির রোগ। ৯

অশ্বথং বল্কলং শুষ্কং দগ্ধা নির্ব্বাপিতং জলে।
তজ্জলং পান মাত্রেণ চ্ছর্দ্দিমাশু ব্যপোহতি॥ ১০

(অনুবাদ)

অশ্বথের শুক্‌নো ছাল পুড়িয়া,
কোনও পাত্রে জল রাখিয়া,
সেই জলে উহা মিশিয়ে নাও,
ছেঁকে নিয়ে মুখে দাও,
বমি এতে নষ্ট হয়।
শাস্ত্রকার ইহা কয়। ১০

অথ তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

—— ঃ*ঃ ——

ধান্যাক ক্বাথঃ।

প্রাতঃশর্করয়ো পেতঃক্বাথো ধান্যাক সম্ভবঃ।
জয়েৎ তৃষ্ণা তথা দাহং ভবেৎ স্রোতো
বিশোধনঃ॥ ১

(অনুবাদ)

ছ' তোলা ধনে কুটে লয়ে,
আধসের জলে চাপিয়ে দিয়ে,
আধপোয়া থাক্‌তে নামিয়ে নাও,
সকালবেলা সেই ক্বাথ খাও,

চিনিরসহ মিশিয়ে নিও,
তৃষ্ণা, দাহয় ব্যবস্থা দিও। ১

কাশ্মর্য্যাদিঃ ।

কাশ্মর্য্যং পদ্মকোশীরং দ্রাক্ষা মধুক চন্দনম্।
বালকঃশর্করা যুক্তঃ কাথঃ পিত্ত তৃষাপহঃ॥ ২

(অনুবাদ)

বালা গাম্ভারী, বেণার মূল,
দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন কর তুল,
পদ্মকাষ্ঠ আর নাও যষ্টীমধু,
এই ক'খানি কেবল শুধু,
সাতাশ রতি আর ধান তিনটী,
ওজন ক'রবে এক একটি,
আধসের জলের আধপোয়া শেষ,
চিনির সহ লাগবে বেশ,
পিত্তাধিক্য পিপাসা যার।
এযোগ যেন ব্যবস্থা তা'র।

বারিশীতং মধুযুতং মাকণ্ঠাদ্বা পিপাসিতম্।
পায়য়েদ্ বাময়েচ্চাপি তেনতৃষ্ণা প্রশাম্যতি॥ ৩

(অনুবাদ)

মধু মিশিয়ে শীতল জল,
পানে বমন, তৃষ্ণায় ফল। ৩

বটশুঙ্গিময় ক্ষৌদ্রলাজ নীলোৎপলৈর্দৃঢ়া।
গুড়িকা বদনস্থস্থা ক্ষিপ্রং তৃষ্ণা মুদস্যতি॥ ৪

(অনুবাদ)

বটের ঝুড়ি, মধু, কুড়,
নীলোৎপল আর খইচুর,
সমানভাগে বড়ি কর,
তৃষ্ণারোগে মুখে ধর। ৪

আম্রজম্বু কষায়ং বা পিবেণ্মাক্ষিক সংযুতম্।
ছর্দ্দিসর্ব্বাং প্রণুদতি তৃষ্ণাঞ্চৈবাপকর্ষতি॥ ৫

(অনুবাদ)

আম বা জামের কচি পাতার,
কাথে একটু দাও মধুর ধার,
বমি, তৃষ্ণা হয় নিবারণ।
খাওগে ইহা মুনির বচন। ৫

অথ মূর্চ্ছাধিকারঃ।

——:*:——

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহায়াঃ শীতাপ্রদেহা
ব্যজনানিলাশ্চ।

শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি সর্ব্বাসুমূর্চ্ছাস্ব
নিবারিতানি॥ ১

(অনুবাদ)

অভিষেক শীতল জলে,
অবগাহনে সুফল ফলে।
মণিরত্নের হার ধারণ,
গাত্রে উশীর চন্দন লেপন।
কর্পূরবাসিত জল পান ;
ভাল বাতাস কর দান।
সকল প্রকার মূর্চ্ছারোগে,
হিত হয় জেন এসব যোগে।

রক্তজায়ান্তু মূর্চ্ছায়াং হিতঃশীতক্রিয়া বিধিঃ।
মদ্যজায়াং বমেন্মদ্যং নিদ্রাং সেবেদ্ যথা সুখম্।
বিষজায়াং বিষঘ্নানি ভেষজানি প্রয়োজয়েৎ॥২

(অনুবাদ)

রক্ত দেখে মূর্চ্ছা যা'র
শৈত্য ক্রিয়া উপকার তা'র।
মদ্য পানে মূর্চ্ছা হ'লে,
বমি করালে সুফল মিলে।
মূর্চ্ছা যা'র বিষের জন্য
বিষই ঔষধ—নহকো অন্য।২

কোলমজ্জোষণোশীর কেশরং শীত বারিণা।
পীতং মূর্চ্ছাং জয়েল্লীঢ় কৃষ্ণং বা মধু সংযুতাম্ ॥৩

(অনুবাদ)

কুলের আঁটির শাঁস, বেণার মূল,
নাগেশ্বর আর পিঁপুল,
সমান ভাগে জলে বেটে
মূর্চ্ছা রোগে খাওয়াও চেটে।
কিম্বা—সহ পিঁপুল চূর
লেহন কর্‌লে মূর্চ্ছা দূর ।৩

পিবেদ্দুরালভা ক্কাথং সঘৃতং ভ্রম শান্তয়ে।
ত্রিফলয়াঃ প্রয়োগা বা প্রয়োগঃ পয়সোঽপি বা।
রসায়নাং কৌম্ভস্থ সর্পিষো বা প্রশস্যতে ॥৪

(অনুবাদ)

দুরালভার ক্কাথে ঘি মিশান
কিম্বা—হত্তুকী, আমলা বয়ড়া চূর্ণ,
ভ্রম রোগ হয় যা'র
মধু সহ ব্যবস্থা তা'র।
দুধ এরোগে উপকারী।
আর দশ বছরের ঘি—শিলাজতু মিশাল করি ।৪

মহৌষধাদিঃ।

মহৌষধামৃতা ক্ষুদ্রা পৌষ্কর গ্রন্থি কোত্তবম্।
পিবেৎ কণাযুতং কাথং মূর্চ্ছায়েষু মদেষুচ ।৫

(অনুবাদ)

শুঁঠ, গুলঞ্চ, কণ্টকারি,
পিঁপুলমূল এক করি'
আধ সের জল তা'র শেষ আধ পোয়া
মূর্চ্ছা রোগে খাও পিঁপুল চূর্ণ দিয়া।
মদ রোগও ভাল হয়।
"মহৌষধাদি" এরে কয় ।৫

দ্রাক্ষাদি পাচনম্।

দ্রাক্ষাসিতা দাড়িম লাজবস্তি কহ্লার নীলোৎপল
পদ্মবস্তি।
পিবেৎ কষায়ানিচ শীতলানি পিত্তজ্বরে যানিচ
দাপয়ন্তি ॥৬

(অনুবাদ)

কিসমিস, দাড়িম, খই, কহ্লার,
নীলোৎপল, পদ্ম নাওগে আর,
বত্রিশ কুচ ওজন দিয়ে,
আধ সের জলের আধ পোয়া নিয়ে,

চিনি দিয়ে পান কর
মূর্চ্ছা রোগে উপকার বড়।
কিম্বা শীত কষায় খাও পিত্তজ্বরের
তা'তেও উপকার জেন ঢের।৬

অথোন্মাদাধিকারঃ।

সংভোজ্য পিকমাংসং বা নির্ব্বাতেস্বাপয়েৎ সুখম্।
ত্যক্ত্বাস্মৃতি মতি ভ্রংশাৎ সংজ্ঞালব্ধা প্রবুধ্যতে ॥১

(অনুবাদ)

কোকিলের মাংস খাও,
বায়ু নেই যেখানে নিদ্রা যাও।
নিদ্রা হ'লে স্মৃতি ফিরে
মতিভ্রংশ যায় গো দূরে।১

অপক্ক চটকক্ষীরপান মুন্মাদ নাশনম্।২

(অনুবাদ)

চড়ুই পাখীর কাঁচা মাংস
দুধের সহিত শিলায় পেষ;

ব্যবস্থা কর উন্মাদ রোগ
সেরে যা'বে মুণির যোগ ।২

কুষ্মাণ্ডক বীজ কল্কঃ পীতো বিনাশয়ত্যপি।
উন্মাদ রোগ মৃত্যুগ্রং মধুনা দিবস ত্রয়ম্ ॥৩

(অনুবাদ)

দিশি কুমড়ার শাঁস মধু দিয়ে
তিন দিন খাও বেটে নিয়ে
অতি বড় উন্মাদ এতে সারে,
এ টোট্কা রাখ যত্ন ক'রে ।৩

উন্মাদে সমধুঃ পেয়ঃ শুদ্ধোবা তাল শাখজঃ।
রসোনস্তেহ্ ভাজনে চ সার্ষপং তৈল মিশ্যতে ॥
বদ্ধং সার্ষপ তৈলাক্ত মুক্তানঞ্চা তপে ন্যসেৎ ॥৪

(অনুবাদ)

তাল বাখরার রস মধু দিয়ে,
কিম্বা মধু না মিশিয়ে,
দু'তোলা একবারে খেয়ে ফেল,
উন্মাদ রোগ হ'বে ভাল।
উন্মাদ রোগীর সকল গায়ে
খাঁটি সরষের তেল দাও মাখায়ে ;

তা'র পর হাত পা তা'র বেঁধে দিয়ে
রোদে রাখ চিৎ করিয়ে।
রোগী যখন অজ্ঞান হ'বে
বাঁধন তখন খুলে দিবে।
ঠাণ্ডা কর ছায়ার' পরে
এতে উন্মাদ রোগী সারে।৩

পুরাণ অথবা সর্পিঃ পিবেৎ প্রাতরুত স্থিতঃ।৪

(অনুবাদ)

পুরাণ ঘৃত সকালে পান
উন্মাদ রোগ সেরে যান।৪

কৃষ্ণামরিচ সিন্ধুথ মধু গোপিত্ত নির্ম্মিতম্।
অঞ্জনং সর্ব্বভূতোত্থ মহোন্মাদ বিনাশনম্॥ ৫

(অনুবাদ)

পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ,
গোরোচনা, মধু কর মিশ্রণ,
ভূতাবেশ জন্য উন্মাদ হলে,
এর অঞ্জনে সুফল ফলে। ৬

দশমূলাম্বু সঘৃতংযুক্তং মাংস রসেনবা।
সশিদ্ধার্থকচূর্ণং বা পুরাণং বৈককংঘৃতম্॥ ৭

(অনুবাদ)

ঘি কিম্বা মাংস রস দিয়ে,
দশমূলের কাথ নাও মিশিয়ে.
কিম্বা—ঘি, মিশান শ্বেতসরষের গুঁড়,
কিম্বা—ঘিই উন্মাদে উপকার বড়। ৭

অথাপস্মার চিকিৎসা।

প্রয়োজ্যং তৈল লশুনং পয়সা বা শতাবরী।
ব্রহ্মীরসশ্চ মধুনা সর্ব্বাপস্মার ভেষজম্॥ ১

(অনুবাদ)

তেল, রসুন এক করে,
খেতে দাও অপস্মারে।
দুধের সহিত শতমূলী,
অপস্মারের ওষুধ বলি।
ব্রাহ্মীশাকের রস মধু দিয়ে,
অপস্মারে ফেল খেয়ে। ১

যঃ খাদেৎ ক্ষীর ভক্তাশী মাক্ষিকেণ বচারজঃ।
অপস্মারং মহাঘোরং স চিরোত্থং জয়েদ্ধ্রুবম্॥ ২

(অনুবাদ)

বচের গুঁড় মধুরসহ,
দুগ্ধান্নভোজী হ'য়ে খেতে কহ,
বহুকালের অপস্মার,
সারবে, সংশয় নাইক তা'র। ২

———

মনোহ্বাতার্ক্ষজঞ্চৈব শকৃৎপারাবতস্য চ।
অঞ্জনং হন্ত্যপস্মার মুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৩

(অনুবাদ)

পায়রার বিষ্ঠা, রসাঞ্জন,
মনঃশিলা নিয়ে কর অঞ্জন,
উন্মাদ অপস্মারের প্রশমন।
এযোগ যেন মুণির কথন। ৩

———

যষ্টী হিঙ্গুবচা বক্র শিরীষ লশুনামযৈঃ।
সাজা মূত্রৈরপস্মারে সোন্মাদে নাবনাঞ্জনে॥ ৪

(অনুবাদ)

তগরপাদুকা, শিরীষ ফল,
বচ, রসুন, কুড়, নাও সকল;

হিং আর নাও যষ্টীমধু,
ছাগমূত্রে পিশে শুধু,
নস্য কিম্বা অঞ্জন কর;
উন্মাদ অপস্মারে ফল বড়। ৪

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

